POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 2

গ্রাহক চাঁদা

সংখ্যা 30

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 শে জুলাই , 2017 27 ওফা ,1396 হিজরী শামসী 3 যিল কায়াদা 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সময়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হাতে আসিবে না।

তোমরা ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর যাহাতে আকাশের ফেরেশতাগণও তোমাদের সততা ও পবিত্রতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া তোমাদের প্রতি দরূদ (আশীর্বাদ) প্রেরণ করেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আমাদের এই যুগে স্ত্রীলোকগণ কতিপয় বিশেষ বেদাতে জড়িত। তাহারা (পুরুষের) একাধিক বিবাহের বিধানকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, যেন ইহার প্রতি তাহারা ঈমান রাখে না। তাহারা জানে না যে, খোদা তা'লার বিধানে প্রত্যেক প্রকারের প্রতিকার বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যদি ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহের বিধান না থাকিত, তাহা হইলে যে যে অবস্থায় পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন হয়, এই শরীয়তে ইহার প্রতিকার থাকিত না। যথা- স্ত্রী যদি উন্মাদিনী হইয়া যায়, কিংবা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয় অথবা চিরতরে এরূপ কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে যাহা তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দেয়, বা এরূপ কোন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, স্ত্রী দয়ার পাত্রীতে পরিণত হয়; কিন্তু অকর্মণ্যা হইয়া যায় এবং পুরুষও দয়ার পাত্র হয়, কারণ সে একাকী থাকা সহ্য করিতে পারে না, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থায় পুরুষের শক্তিসমূহের উপর যুলুম করা হইবে যদি তাহাকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া না হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রখিয়া খোদা তা'লার শরীয়ত পুরুষদের জন্য এই পথ খোলা রাখিয়াছে; এবং অপারগতার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের জন্যও পথ খোলা রহিয়াছে যে, পুরুষ অকর্মণ্য হইয়া গেলে বিচারকের সাহায্যে খোলা' (বিবাহবন্ধন ছিন্ন) করিয়া লইতে পারে-যাহা তালাকের স্থলবর্তী। খোদার শরীয়ত ঔষধ বিক্রেতার দোকানস্বরূপ। সুতরাং দোকান যদি এইরূপ না হয় যেখানে প্রত্যেক রোগের ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দোকান চলিতে পারে না।

অতএব ভাবিয়া দেখ, ইহা কি সত্য নহে যে, পুরুষের জন্য এরূপ কোন কোন অসুবিধা উপস্থিত হয়, যখন সে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে বাধ্য হয়? সেই শরীয়ত কোন কাজের, যাহাতে সকল প্রকার অসুবিধার প্রতিকার নাই? দেখ, 'ইঞ্জিলে' তালাকের বিধানে কেবল ব্যভিচারের শর্ত ছিল এবং অন্যান্য শত শত প্রকার কারণ, যাহা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। এই কারণে খৃষ্টান জাতি এই অভাব সহ্য করিতে পারে নাই এবং অবশেষে আমেরিকাতে তালাকের আইন পাশ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখ। এই আইনের ফলে ইঞ্জিলের শিক্ষা কোথায় গেল?

হে মহিলাগণ চিন্তিত হইও না। যে কিতাব তোমরা লাভ করিয়াছ, উহা ইঞ্জিলের ন্যায় মানুষের হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষী নহে এবং এই কিতাবে যেমন পুরুষের অধিকার রক্ষিত আছে নারীর অধিকারও রক্ষিত আছে। যদি স্ত্রী স্বামীর একাধিক বিবাহে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে বিচারকের সাহায্যে খোলা' (বিবাহ -বিচ্ছেদ) করিয়া লইতে পারে। মুসলমানগণের মধ্যে যে নানা প্রকারের অবস্থার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা নিজ শরীয়তে উল্লেখ করিয়া দেওয়া খোদা তা'লার ফরয (অবশ্য কর্তব্য) ছিল যেন শরীয়ত অপূর্ণ না থাকে।

অতএব তোমরা হে নারীগণ! নিজেদের স্বামীগণ দ্বিতীয় বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তোমরা খোদা তা'লাকে দোষারোপ করিও না, বরং তোমরা দোয়া করিও যেন খোদা তোমাদিগকে বিপদ ও পরীক্ষা হইতে নিরাপদ রাখেন। অবশ্য যে ব্যক্তি দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়া ন্যায়-বিচার করে না, সে কঠোর যালেম এবং শাস্তি পাইবার যোগ্য; কিন্তু তোমরা স্বয়ং খোদার অবাধ্যতাচারণ করিয়া ঐশী কোপে পতিত হইও না। প্রত্যেকে নিজের কর্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। যদি তুমি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পুণ্যবতী হও তাহা হইলে তোমার স্বামীকে পুণ্যবান করা হইবে। শরীয়ত যদিও নানা কারণে একাধিক বিবাহ সঙ্গত বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছে। তথাপি নিয়তির বিধান তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। শরীয়তের বিধান যদি তোমাদের জন্য অসহনীয় হয়, তাহা হইলে দোয়ার সাহায্যে নিয়তির বিধান হইতে উপকার গ্রহণ কর। কারণ নিয়তির বিধান শরীয়তের বিধানের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তাকওয়া (ধর্ম-ভীরুতা) অবলম্বন কর, দুনিয়া ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইও না। জাতীয় গৌরব করিও না। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করিও না। স্বামীর নিকট এইরূপ কিছু চাহিবে না যাহা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। চেষ্টা কর, যেন নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ করিতে পার। খোদা তা'লার প্রতি কর্তব্য নামায, রোযা ইত্যাদিতে শিথিল হইও না। মন-প্রাণ দিয়া নিজের স্বামীর অনুগতা হও। তাহার সম্মানের অনেকাংশ তোমার হস্তে রহিয়াছে।

সুতরাং তোমরা নিজেদের এই দায়িত্ব এইরূপ উত্তমরূপে পালন কর যেন খোদা তা'লার সমীপে সালেহ ও কানেতা (পুণ্যবতী ও অল্পে-সন্তুষ্ট) বলিয়া পরিগণিত হও। অপব্যয় করিও না এবং স্বামীর ধন অন্যায়ভাবে খরচ করিও না। বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, চুরি করিও না, পরনিন্দা করিও না; এক নারী, অপর নারী বা পুরুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না।

এই সমুদয় উপদেশ আমি এই উদ্দেশ্যে লিপিব্দ্ধ করিয়াছি যেন আমাদের

এরপর আটের পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

শরীয়তে একত্রে তিন তালাকে দেওয়ার গুরুত্ব এবং মহিলাদের অধিকার

(তৃতীয় পর্ব)

মনসুর আহমদ মসরূর (সম্পাদক, উর্দূ বদর)
অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম (সহ-সম্পাদক, বাংলা বদর)

বিগত সংখ্যায় তিন-তালাক সম্পর্কে হানাফী এবং তাদের বিপরীতে বিদ্বজনদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, এবং তালাক দেওয়ার পদ্ধতির বিষয়ে বলা হয়েছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সকল প্রকার বিদাত এবং কু-প্রথার ঘোর বিরোধী। তালাক প্রসঙ্গে সঠিক ইসলামী শিক্ষা জামাত আহমদীয়ার ফিকাহ্‌র পুস্তক 'ফিকাহ আহমদীয়া পার্সনল ল'-এর ৭৮ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লেখা আছে: " ফিকা আহমদীয়া একই বৈঠকে তিন তালাক প্রয়োগ করা এবং এর প্রভাবকে স্বীকার না করে এবিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে, শরিয়ত যে বিষয়টির ভিত্তি তিনটি জিনিসের উপর রেখেছে তা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রুকাননা বিন আব্দুল আযীয (রা.) তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলার পর অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। বর্ণনাকারী বলেন, আঁ হযরত (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছে? রুকানা (রা.) উত্তর দেন, তিনটি তালাক দিয়েছি। মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, একই সময়ে? তিনি উত্তর দেন: হ্যাঁ। মহানবী (সা.) বলেন এটি তো একটি তালাক। তুমি চাইলে প্রত্যাবর্তন করতে পার। (নিজের কথা ফিরিয়ে নিতে পার)

(মসনদ আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

অনুরূপে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.)কে এক ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হয় যে, সে তার স্ত্রীকে একই সময়ে তিনটি তালাক দিয়েছে। আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত ক্ষুন্ন হলেন। তিনি বললেন-

اَ یَلْعَبُ بِکِتَابِ اللّٰہِ وَاَنَا بَیْنَ اَظْھُرِکُمْ

অর্থাৎ সে কি আল্লাহ্‌র কিতাবের সঙ্গে বিদ্রুপ করছে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে জীবিত আছি।

(সুনান নিসাঈ, কিতাবুত তালাক)

তালাক প্রসঙ্গে এই আপত্তি ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠছে যে, যদি নিকাহ্‌র সময় ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই সম্মতি নেওয়া হয় তবে তালাকের সময় মেয়ের সম্মতি কেন নেওয়া হয় না? কেবল পুরুষদের নির্দেশেই কেন তালাক স্বীকার করে নেওয়া হয়?

উত্তর: প্রথমতঃ ইসলাম নারী এবং পুরুষ উভয়কে পরস্পর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। যেভাবে পুরুষের অধিকার আছে অনুরূপভাবে 'খুলা'র মাধ্যমে পৃথক হওয়ার অধিকার স্ত্রীকেও দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষের সম্মতির প্রয়োজন নেই। বস্তুত অনেক হোঁচট খাওয়ার পর হিন্দু পার্সনল ল'-তে তালাককে স্বীকার করে নেওয়া হলেও সম্মতির শর্ত থাকার কারণে তালাক বাস্তবায়িত হতে পারে না। পরিণামে স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের পরিবারের লোকজন সহিংসতার পথ বেছে নেয়। স্ত্রীর থেকে মুক্তি পেতে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা হয় কিম্বা পুরুষ সঙ্গে এমন অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে যে বিবাহ-প্রথাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করা শুরু করে যার ফলে নারী জাতির অধিকার নির্ধারিত হয় না। গ্রাম হোক বা শহর সর্বত্র এই একই কাহিনী। ইসলাম এই অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে তালাকের জন্য সম্মতির শর্ত গ্রাহ্য করে না।

দ্বিতীয়তঃ একথা ঠিক যে, তালাক দেওয়ার জন্য স্ত্রীর সম্মতি আবশ্যক নয়, কিন্তু এটিও সত্য যে, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে বা তার সঙ্গে পরামর্শ করতে কিম্বা পারস্পরিক বোঝাপোড়া করতে ইসলাম বাধা দেয় না, বরং এটি তো ভাল কথা। এটি প্রমাণ করা যায় না যে, শরিয়ত এ বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বাধা দান করে।

কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিলাম যে, তালাকের জন্য স্ত্রীর সম্মতি আদায় করা আবশ্যক হওয়া উচিত। এর পরিণামে স্ত্রীর পক্ষ থেকে দুটি উত্তর আশা করা যায়। ১) সে তালাক চায় না। (২) সেও তালাক অর্থাৎ বিচ্ছেদ চায়। দ্বিতীয় উত্তরের ক্ষেত্রে কোন পক্ষের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। প্রথম উত্তরের ক্ষেত্রে, যেখানে স্ত্রী তালাক চায় না, এই সিদ্ধান্ত কি দেওয়া যেতে পারে যে পুরুষের জন্য যতই মানসিক যাতনার কারণ হোক না কেন যে কোন পরিস্থিতিতে এই স্ত্রীর সঙ্গেই জীবন অতিবাহিত করতে হবে? কেবল এই কারণে যে, তার স্ত্রী তালাক চায় না। স্বভাবতই এমন অন্যায় সিদ্ধান্ত পৃথিবীর কোন আদালত দিতে পারে না। বোঝা গেল যে, পুরুষ যদি স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ চায় তবে সেটি তার প্রাপ্য অধিকার, স্ত্রী সম্মত হোক বা না হোক। তবে স্ত্রীকে কেবল জিজ্ঞাসা করার মধ্যে যৌক্তিকতা কোথায়? অতএব ইসলাম তালাকের জন্য স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা বা তার সম্মতি আদায় করার শর্ত রাখে নি, আর এটি জিজ্ঞসা করতে নিষেধও করে নি। তবে এবিষয়টি জরুরী যে, তালাকের সময় আদালত যেন এটি লক্ষ্য করে যে, পুরুষ তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে সত্যপক্ষ অবলম্বন করছে কি না। সে যুলুম-অত্যাচার করছে না তো? আদালতের কাজ হল যাবতীয় দিক যাচাই করে স্ত্রীকে তার পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে সাহায্য করা। অর্থাৎ স্ত্রীকে কেবল জিজ্ঞাসা করে নেওয়াই কাজ নয়, বরং স্ত্রীর অধিকারসমূহের সংরক্ষণই প্রধান গুরুত্বের দাবি রাখে। পরের অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা প্রমাণ করব যে, তালাকের পরিস্থিতিতে ইসলাম নারীর অধিকারসমূহের বিষয়ে পুরোপুরি যত্নবান এবং তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দেয়। এক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় হল:

তালাকের পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরা নয় বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকে। এই সময়কালে সন্তানের শিক্ষা এবং যাবতীয় ভরন-পোষণের দায়িত্ব থাকে পিতার উপর। এছাড়া ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার সম্পূর্ণ হক মোহর প্রদান করতে হয়, যদিও স্ত্রী অপরাধ করে কিন্তু তালাক স্বামীর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শরিয়ত 'হক মোহর'-এর জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করে নি ঠিকই, তথাপি হক মোহরের উদ্দেশ্য ও গুরুত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) একবার এ প্রসঙ্গে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অনুসারে মোহরের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে পুরুষের ছয় মাস থেকে একবছরের উপার্জন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া পুরুষ তার স্ত্রীকে গয়না, সম্পত্তি ইত্যাদি উপহার হিসেবে যা কিছু দিয়েছে সেগুলি তালাক দেওয়ার পর ফেরত নেওয়ার অধিকার পুরুষের নেই, কোটি কোটি টাকার সম্পদ হলেও। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন:

☆ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّکَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَیْتُمْ اِحْدٰھُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَیْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِیْنًا (نساء آیت 21)

অনুবাদ: এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে মনস্থ কর এবং তাহাদের কাহাকেও প্রচুর সম্পদ দিয়া থাক, তথাপি উহা হইতে কিছুই (ফিরইয়া) লইও না। তোমরা কি অপবাদ দিয়া ও প্রকাশ্য পাপাচার করিয় উহা ফিরাইয়া লইবে?

তিনি আরও বলেন:

☆ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَیْتُمُوْهُنَّ شَیْـًٔا

অনুবাদ: এইরূপ তালাক দুইবার (ঘোষিত) হইতে পারে; অতঃপর, (স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে রাখিতে হইবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে। এবং তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু (ফেরত) গ্রহণ করা বৈধ হইবে না যাহা তোমরা তাহাদিগকে দিয়াছ।

নিম্নোক্ত আয়াত দুটিতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীদের প্রতি যেন কোন প্রকার অন্যায়পূর্ণ আচরণ না করা হয়। সে যদি অন্যত্র বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তবে তাদেরকে যেন বাধা না দেওয়া হয় কিম্বা বিবাহর পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন:

☆ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَلَا تُمْسِکُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ (بقرہ آیت232)

অনুবাদ: এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে, তখন তোমরা তাহাগিদকে হয় ন্যায়সংগতভাবে রাখ অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদায় দাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া আটকাইয়া রাখিও না, যাহাতে (তাহাদের উপর) অত্যাচার করিতে পার। এবং যে এইরূপ করে সে নিজের আত্মার উপরই যুলুম করে।

তিনি আরও বলেন:

☆ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ یَّنْکِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ یُوْعَظُ بِهٖ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِکُمْ اَزْکٰی لَکُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অনুবাদ: এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌছে তখন তোমরা

এরপর আটের পাতায়

জুমআর খুতবা

যদি শুধু রমযানের জন্য আমরা রীতিমত নামায পড়ে থাকি আর পরে আবার অলস হয়ে যাই, তাহলে এটি খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা নয়। শুধু রমযানেই যদি আমরা রীতিমত জুমআ পড়ে থাকি, তাহলে এটি খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন নয়। শুধু রমযানেই কুরআন তিলাওয়াত করাকে যদি যথেষ্ট মনে করি আর পরে যদি মনোযোগ না দিই, তাহলে এটি খোদার ইচ্ছা অনুসারে চলা নয়। যদি দরূদ শরীফ এবং যিকরে এলাহীকে আমরা রমযান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে জেনে রাখতে হবে যে, খোদা আমাদের কাছে কেবল এটিই চান না। যদি উন্নত চরিত্র প্রদর্শন এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম শুধু রমযানের বাধ্যবাধকতা হিসেবে করি, তবে এটি খোদা তা'লা আমাদের কাছে চান না। রমযান আসে একটি প্রশিক্ষণ শিবির হিসেবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য রমযানকে এই কারণে আবশ্যক করেছেন যেন আমরা নিজেদের পুণ্যকর্মে আরও উন্নতি করি। আর প্রত্যেক রমযান যখন শেষ হয়, তখন তা যেন আমাদেরকে ইবাদত এবং পুণ্যের নতুন গন্তব্য ও উচ্চতায় পৌঁছে দেয় আর আমরা ইবাদত এবং পুণ্যের উন্নত মানে যেন উপনীত হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা চান আমরা যেন এ সব পুণ্যের পথে স্থায়ী ও অবিচল থাকি।

পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায যথাযথভাবে পড়া, জুমআর নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করে তা নিয়মিত পড়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া, নিয়ম করে কুরআন করীমের তিলাওয়াত করা এবং এর অর্থ বুঝে পড়া, উপরোক্ত আদেশাবলী মেনে চলার চেষ্টা করা এবং অন্যান্য উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা প্রসঙ্গে কুরআন, হাদীস এবং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

আমাদের সবার এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে রমযান শেষ করা উচিত যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) যেসব কথা বলেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেসব কথা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন সেগুলো সব সময় সামনে রেখে এই অনুসারে যেন জীবন-যাপনের চেষ্টা করি। যদি আমরা এমনটি করি কেবল তবেই আমরা বলতে পারব যে, আমরা আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশ অনুসারে রমযান অতিবাহিত করার চেষ্টা করেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন।

চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া মরহুমের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মুশতাক জোহরা সাহেবা এবং শ্রদ্ধেয় আব্দুহু বাকার সাহেব (মিশর)-এর মৃত্যু। মরহূমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৩ শে জুন , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৩ এহসান , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: রমযানের বরকতময় মাস এল আর খুব দ্রুত কেটেও গেল। দিন দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও আর গরম বেশি হওয়া সত্ত্বেও, এখানে এবছর অনেক বেশি গরম ছিল, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ, যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা বলেছেন যে, এবার রোযা আমরা খুব একটা বুঝতেই পারি নি বা ভীষণ গরম সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে আমরা কমই বুঝতে পেরেছি যে, রমযান এসেছে। কিন্তু আমাদের কেবল এটি বলাই যথেষ্ট নয় যে, এবার রমযান এত সুন্দর এবং সহজভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যা অসাধারণ। যদি এত সহজে অতিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে এটি আল্লাহ্র ফযল যা আমাদের প্রতি হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁরই কল্যাণে এই দিনগুলো সহজে, সুন্দরভাবে অতিবাহিত হয়েছে। ক্ষুধা ও পিপাসার অনুভূতি কম হলেও শুধু এর স্বীকারুক্তিই যথেষ্ট নয়। বরং আমাদেরকে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে হবে, আমাদেরকে এটি দেখতে হবে যে, আল্লাহর কাছে বরকতময় ও আশিসপূর্ণ এই দিনগুলোতে আমরা কী অর্জন করেছি? রোযা সুন্দরভাবে অতিবাহিত হওয়া বা ক্ষুধা ও পিপাসা কম অনুভব হলেও এটি লক্ষ্য অর্জনের প্রমাণ নয়। লক্ষ্য অর্জন তখন হবে, যখন আমরা দেখব যে কিছু অর্জন করেছি।

রমযানের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা সপ্তম আকাশ থেকে নীচের আকাশে নেমে আসেন। আল্লাহ্ এই দিনগুলোতে বান্দার কাছে এসে তার দোয়া শুনেন। (আল-জামে লিশুয়াবিল ঈমান, ৫ম ভাগ) আল্লাহ্ এ দিনগুলোতে রোযাদার ব্যক্তির রোযার স্বয়ং প্রতিদান হিসেবে এসে থাকেন। (সহী বুখারী কিতাবুত তওহীদ) আল্লাহ্ তা'লা এ দিনগুলোতে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম) আমরা খোদার এ সমস্ত কৃপা এবং তাঁর বিভিন্ন নেয়ামত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য কী করেছি বা আমরা কী কী অঙ্গীকার করেছি? খোদার নির্দেশাবলী মান্য করা এবং তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপনের জন্য অতীতের দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি পরিত্যাগ করার জন্য কী কী অঙ্গীকার করেছি আর কতটা পরিবর্তন নিজেদের মাঝে এনেছি? অতএব, এই আত্মবিশ্লেষণ আমাদেরকে খোদার স্থায়ী কৃপাভাজন হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং এর জন্য নিজেদের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা খোদার ফযলের স্থায়ী উত্তরাধিকারী করবে।

যদি শুধু রমযানের জন্য আমরা রীতিমত নামায পড়ে থাকি আর পরে আবার অলস হয়ে যাই, তাহলে এটি খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা নয়। শুধু রমযানেই যদি আমরা রীতিমত জুমআ পড়ে থাকি, তাহলে এটি খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন নয়। শুধু রমযানেই কুরআন তিলাওয়াত করাকে যদি যথেষ্ট মনে করি আর পরে যদি মনোযোগ না দিই, তাহলে এটি খোদার ইচ্ছা অনুসারে চলা নয়। যদি দরূদ শরীফ এবং যিকরে এলাহীকে আমরা রমযান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে জেনে রাখতে হবে যে, খোদা আমাদের কাছে কেবল এটিই চান না। যদি উন্নত চরিত্র প্রদর্শন এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম শুধু রমযানের বাধ্যবাধকতা হিসেবে করি, তবে এটি খোদা তা'লা আমাদের কাছে চান না। রমযান আসে একটি প্রশিক্ষণ শিবির হিসেবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য রমযানকে এই কারণে আবশ্যক করেছেন যেন আমরা নিজেদের পুণ্যকর্মে আরও উন্নতি করি। আর প্রত্যেক রমযান যখন শেষ হয়, তখন তা যেন আমাদেরকে

ইবাদত এবং পুণ্যের নতুন গন্তব্য ও উচ্চতায় পৌঁছে দেয় আর আমরা ইবাদত এবং পুণ্যের উন্নত মানে যেন উপনীত হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা চান আমরা যেন এ সব পুণ্যের পথে স্থায়ী ও অবিচল থাকি। আল্লাহ্ তা'লা 'আকিমুস্‌সালাতে'র নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, নামায কায়েম কর, যথাসময়ে, সুন্দরভাবে আদায় কর। حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (সূরা আল্ বাকারা : ২৩৯) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা সব নামায, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের পুরোপুরি সুরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সব মুসলমান জানে যে, দৈনিক পাঁচ বেলার নামায সবার জন্য আবশ্যক। তাই, পাঁচ বেলার নামাযের সুরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা সবিশেষ অবহিত, তাই বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। 'সালাতুল উস্তা'-র অর্থ হল, মধ্যবর্তী বা গুরুত্বপূর্ণ নামায। অর্থাৎ, এমন সময় নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে যখন নামাযের গুরুত্ব বেড়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা সব নামাযকেই আবশ্যক আখ্যায়িত করেছেন এবং সব নামাযই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু 'সালাতুল উস্তা'-কে কেন গুরুত্ব দেওয়া হল? কোন কোন নামাযের সময় মানুষ ব্যক্তিগত বা জাগতিক আশা-আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দেয়। কারোর জন্য ফযরের নামায পড়া কঠিন, তখন উঠে ফযরের নামায পড়া খোদার অধিক নিকটতর করে মানুষকে। তখন সেটিই তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নামায হয়ে ওঠে। কারোর নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যোহরের নামায পড়া কঠিন হয়ে যায়। তাই, সে ক্ষেত্রে তার জন্য সেই নামাযের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কাজেই, যেখানেই আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আসার জন্য চেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন হয়, খোদা তা'লা এটিকে মূল্যায়ন করেন এবং স্বীয় দানে ধন্য করেন। আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের যে প্রতিদান দেন তার কোন সীমা নেই। তাঁর পথে যারা চেষ্টা ও সাধনা করে তিনি তাদেরকে অশেষ ও অপরিসীম দানে ভূষিত করেন। মানুষ যখন জাগতিক এবং ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার প্রতিমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে আল্লাহ্ তা'লার পথে অগ্রসর হয়, তখন তাঁর ফযলের, তাঁর কৃপারাজির কোন সীমা থাকে না।

আল্লাহ্ তা'লা নামায সম্পর্কে বেশ কয়েক জায়গায়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। নামাযকে শুধু রমযান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেন নি। বরং মহানবী (সা.) জুমআর নামায এবং রমাযানের বরাতে এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন যা একজন মু'মিন বা খোদাভীরু মানুষকে সব সময় সামনে রাখা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, পাঁচ বেলার নামায, একটি জুমআ পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত এবং এক রমযান পরবর্তী রমযান পর্যন্ত যে সমস্ত পাপ হয়, সেগুলোর জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কাজ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বড় বড় পাপ এড়িয়ে চলে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত)

পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, পাঁচবেলার নামায প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তখন গৃহীত হবে, যখন মানুষ পূর্ণ চেষ্টা সহকারে পাঁচবেলার নামায সময়মত পড়বে। আর এক নামায থেকে অন্য নামাযের মধ্যবর্তী যে সময় আছে, সে সময়কার পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। ছোটখাটো দুর্বলতার শিকার হলেও আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু শর্ত হল, নামায সময়মত এবং যথাযথভাবে পড়তে হবে।

অনুরূপভাবে জুমআর গুরুত্বও আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ, যেভাবে পাঁচবেলার নামাযের গুরুত্ব রয়েছে, যেভাবে পাঁচবেলার নামায সময়মত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সময়মত পড়লে আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে ছোটছোট পাপ ক্ষমা করেন। বরং নামায যদি যথাযথভাবে পড়া হয়, তবে খোদার এ প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, মানুষ অশ্লীলতা থেকেও মুক্ত থাকবে। পাপ, অশ্লীল কার্যকলাপ থেকেও মানুষ মুক্ত থাকে। কাজেই, যেভাবে পাঁচবেলার নামায ফরয বা আবশ্যক, একইভাবে জুমআর নামাযও মানুষের জন্য আবশ্যক। আর এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত যে সমস্ত ছোট-খাটো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে, মানুষ যে দুর্বলতার শিকার হয় , আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে ক্ষমা করেন। তবে এর অর্থ এমনটি নয় যে, এই সময়ের ভিতর ছোটছোট পাপ করতে পার, আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। না, বরং এর অর্থ হল, মনুষ্যজনিত দুর্বলতার কারণে যদি কোন ভুল হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'লা নামায এবং নিয়মিত জুমআ পড়ার কারণে আর পাপের ক্ষমা লাভের জন্য কৃত দোয়ার ফলে এবং ভবিষ্যতে ভুল না করার অঙ্গীকারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করেন।

পুনরায় মহানবী (সা.) নিয়মিত জুমআ পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি পরপর তিনটি জুমআ বিনা কারণে পড়ে না, আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুল জুমআ)

আরেকটি হাদীসে এও আছে যে, তার হৃদয় কালো হয়ে যায়। অতএব, জুমআর এই গুরুত্বকে সবাইকে বুঝতে হবে।

আজকে রমযানের শেষ জুমআ। অনেকে হয়তো এই গুরুত্বের নিরিখেও জুমআয় এসেছে যে এটি রমযানের শেষ জুমআ তাই, বড় মসজিদে এসে জুমুআ পড়ে নিই বা কিছু মানুষ এমনও আছে যে, এটি যেহেতু শেষ জুমআ তাই, অবশ্যই পড়তে হবে।

আমাদের জামা'তের সদস্যদেরকে বারবার জুমআর নামাযের গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। খুব অল্প মানুষই হয়তো এমন আছে, যারা জুমআ সম্পর্কে নির্বিকার থাকে। কিন্তু যারাই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে মহানবী (সা.)-এর এ উক্তি বা এ কথা শোনার পর, তাদের একটু ভাবা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন নি যে, রমযান মাসের জুমআ বা রমযানের শেষ জুমআর নামায পড়লেই পুণ্যের ভাগি হবে। বরং আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জুমআকে গুরুত্ব বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الجمعة:10)

(সূরা জুমুআ : ১০) অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! জুমুআর দিনের একটি বিশেষ অংশে যখন জুমুআর নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও আর ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দাও। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বোঝ।

অতএব, মু'মিনের জন্য নির্দেশ এটিই। যারা ঈমান আনার দাবি করে, তাদের জন্য নির্দেশ হল, প্রতিটি জুমআর নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা কর, ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম, লেনদেন পরিহার কর, সব কাজ ছেড়ে দাও। জাগতিক লাভ ও স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে শুধু একটি বিষয় নিয়েই চিন্তা কর। অর্থাৎ, তোমাদেরকে জুমআ পড়তে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে, তাহলে তোমরা বুঝতে যে, এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত। এর ফলেই তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হবে। হযরত মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জুমআ ছেড়ে দেয়, তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেওয়া হয়। এমন মানুষের ঈমান আর সঠিক ঈমান থাকে না। ঈমান যদি দৃঢ় হয়, তবে মানুষ কখনো জাগতিক স্বার্থের জন্য জুমআকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না।

রসূলে করীম (সা.) একবার সময়মত জুমআয় আসা এবং রীতিমত জুমআয় অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেন, জুমুআর দিন ফিরিশতারা মসজিদের প্রত্যেক দরজায় দাঁড়ায়, যারা প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে, তাদের নাম প্রথমে লেখে আর এভাবে মসজিদে প্রবেশকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে। ইমাম যখন খুতবা দিয়ে বসে যান, তখন ফেরেশতা রেজিস্টার বন্ধ করে দেয় আর তারা যিকরে ইলাহী শ্রবনে রত হয়।

(সহী বুখারী, কিতাব বাদউল খালক)

আরেকটি হাদীস অনুসারে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে মানুষ খোদা তা'লার সন্নিধানে জুমআতে আসার দৃষ্টিকোণ থেকে বসবে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাব ইকামাতুস সলাত) অর্থাৎ, প্রথম ব্যক্তি, দ্বিতীয় ব্যক্তি, তৃতীয়-এই ক্রমান্বয়ে। অতএব, যারা কোন কারণ ছাড়া, কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাস বশত জুমআতে দেরি করে আসে তাদেরকেও এ সম্পর্কে ভাবা উচিত। রমযানের জুমআ হওয়ার কারণে আজকে মানুষ প্রথমে এসে বসেছে নতুবা প্রায় সময়ই আমি এটি দেখেছি যে, আমি যখন এখানে আসি, তখন প্রায় অর্ধেকের মত মসজিদ খালি থাকে। পরে ধীরে ধীরে খুতবার শেষের দিকে বা কয়েক মিনিট পূর্বে মসজিদ পরিপূর্ণ হয়। অতএব, বছরের সাধারণ দিনগুলোতেও এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

জুমুআর প্রেক্ষাপটে আমি এটিও বলতে চাই যে, জুমুআ শুধু পুরুষদের জন্য আবশ্যক, মহিলারা যদি আসতে পারেন, তবে ভালো কথা। অতিরিক্ত সোয়াব এবং পুণ্য তারা অর্জন করতে পারেন, আসতে পারেন। অনেক সময় মায়েদের আসার কারণে শিশুদের মধ্যেও জুমুআ পড়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। কিন্তু যাইহোক, জুমুআর দিন মসজিদে আসা কেবল পুরুষদের জন্যই আবশ্যক। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি (সা.) বলেন, সকল মুসলমানের জন্য জামা'তের সাথে জুমুআ পড়া সেভাবেই আবশ্যক অর্থাৎ, এটি

ওয়াজিব অর্থাৎ, ফরয। শুধু চার শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত আর তারা হল- ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু এবং অসুস্থ।

(সুনাব আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

এই চার শ্রেণির মানুষের জন্য জুমআ আবশ্যক নয়। সেই যুগে দাস প্রথা ছিল। এখন সেই দাস প্রথা নেই, কিন্তু যারা চাকুরিজীবী, তাদের এ সব দেশে মালিকদেরকে অবহিত করে জুমুআর ছুটি নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কেউ কেউ চেষ্টা করে আর তারা অনুমতিও পেয়েছে। যদি বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহলে আশেপাশে যে সব আহমদীরা থাকে, তিন-চারজন সমবেত হয়ে যেন তারা জুমআ পড়ে। মহিলাদের জন্য জুমআ আবশ্যক নয়। কিন্তু বিশেষ করে যে সব মায়েদের ছোট বাচ্চা রয়েছে, তাদের সাবধান থাকা উচিত। জুমুআর জন্য এত ছোট বাচ্চাদের নিয়ে মসজিদে আসবেন না। বাচ্চাদের কান্নার কারণে অন্যদের নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি হতে পারে, সঠিকভাবে হয়তো খুতবা শুনতে পারবে না। ঈদে আসা সবার জন্য আবশ্যক। নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের জন্য আবশ্যক। ঈদের নামাযে সবার অংশগ্রহণ করা উচিত।

(সহী, বুখারী কিতাবুল ঈদাঈন)

ঈদের দিন যদি মহিলারা ছোট শিশু নিয়ে এসে থাকেন, তবে তাদের জন্য বিশেষ জায়গা আছে আর জায়গা না থাকলেও বাচ্চাদের সাথে এক সাথে একদিকে বসে খুতবা শুনতে পারেন। নামায যদি নাও পড়তে হয়। আজকে মানুষ বড় সংখ্যায় জুমুআর জন্য এসেছে, তাই আমি এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুষরা বিশেষভাবে জুমুআর হিফাযত করুন।

মহানবী (সা.) এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযানের মধ্যবর্তী পাপের ক্ষমা সম্পর্কে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত যে সমস্ত ছোট ছোট পাপ হয় সেগুলি তিনি ক্ষমা করেন।

কিন্তু স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, মহানবী (সা.) পাপ থেকে মুক্তি লাভের যে মাধ্যমগুলোর কথা বলেছেন, তা এক ক্রমধারায় উল্লেখ করেছেন। প্রথমে পাঁচ বেলার নামায, এরপর জুমুআ এবং সব শেষে রমযান। এই ক্রমধারায় এই ভুল ধারণা দূর হওয়া উচিত যে, কেবল বছরের শেষে রমযানের ইবাদতই পাপ থেকে মুক্তির কারণ। বরং এই ক্রমধারা এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, দৈনিক পাঁচ বেলার নামায আয়ত্ত করানোর পর সপ্তম দিনকে জুমআতে প্রবেশ করিয়ে মানুষকে জুমআর আশিস ও কল্যাণর অংশীদার করবে। আর সারা বছরের জুমুআ রমযানে প্রবেশ করিয়ে রমযানের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত করবে। প্রতিদিনের পাঁচ বেলার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে এই নিবেদন করবে যে, হে আল্লাহ্! তোমার এ বান্দা তোমার ভীতি এবং ভালোবাসার কারণে বড় পাপ থেকে বিরত থেকে দৈনিক পাঁচ বেলা তোমার দরবারে উপস্থিত হত। প্রত্যেক জুমুআ বলবে, হে আল্লাহ্! তোমার এ বান্দা সাত দিন নিজেকে বড় পাপ থেকে বিরত রেখে জুমুআর দিন, যে দিন সম্পর্কে তোমার প্রিয় নবী (সা.)-এর এ উক্তিও রয়েছে যে, এতে দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে একটি বিশেষ মুহূর্তও আসে, (সহী বুখারী, কিতাবুদা দাওয়াত) এই বান্দা তার দোয়া গৃহীত হওয়ার আকুতি নিয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত হত। রমযান বলবে যে, হে খোদা ! এই বান্দা রমযানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পর পাপ এড়িয়ে এবং পুণ্য লাভের পন্থা অবলম্বন করে রমযানে এ আশায় প্রবেশ করেছে যে, তোমার রহমত, ক্ষমা ও আগুন থেকে পরিত্রান দেওয়ার 'আশারায়' (দশ দিন) তুমি তাকে কল্যাণমণ্ডিত করবে।

তখন আল্লাহ্ তা'লা, যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু, তিনি মানুষকে এর দ্বারা আশিসমণ্ডিত করে স্বীয় রহমতের চাদরে আবৃত করেন এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করেন। অতএব, আমাদের মধ্যে তারা সৌভাগ্যবান, যারা এমন চিন্তাধারা নিয়ে নামায, জুমআ এবং রোযার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খোদার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে প্রবেশ করে আর সকল অর্থে রমযান থেকে পুতঃপবিত্র হয়ে বের হয়। এমন পবিত্রতা, যা স্থায়ীভাবে খোদার ইবাদতকারী বান্দায় মানুষকে পরিণত করে।

এরপর রমযানে বিশেষভাবে কুরআন পাঠ এবং কুরআন-পাঠ শ্রবনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। অনেকেই অন্তত পক্ষে পুরো কুরআন একবার পড়ে শেষ করার চেষ্টা করে। কেননা, এটি মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা কর্মপন্থাও ছিল। কিন্তু একই সাথে এ মাসে কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ এবং বিশেষ ব্যবস্থা এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হওয়া উচিত যে, এখন আমাদেরকে প্রতিদিন নিয়মিত কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই তিলাওয়াত করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা যেখানে নামাযের বিভিন্ন সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন, সেখানে এটিও বলেছেন যে, وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۔ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوْدًا (সূরা বনি ইসরাঈল : ৭৯) অর্থাৎ, আর ফযরের তিলাওয়াতকে গুরুত্ব দাও, নিশ্চয়ই ফযরে কুরআন পাঠ এমন একটি বিষয়, যার সাক্ষ্য দেওয়া হয়। অতএব, কুরআন পড়া শুধু বিশেষ কিছু দিন বা সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয় নি। বরং নামাযের সাথে এটি বর্ণনা করে এর গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে।

পুনরায় তিলাওয়াতের পাশাপাশি এটি বোঝা অর্থাৎ, এর অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন রয়েছে, যেন খোদার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। আর এ যুগে বিশেষ করে এটি রীতিমত পড়া দরকার যখন কি না মুসলমান হওয়ার দাবিদাররাও এর শিক্ষাকে ভুলে বসে আছে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, 'যারা কুরআনকে সম্মান দেবে, তারা উর্দ্ধলোকে সম্মান লাভ করবে।' (কিশতিয়ে নূহ) কে আছে! যে উর্দ্ধলোকে সম্মান পেতে চায় না? তাই রীতিমত কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কুরআনী শিক্ষা সন্ধান করে এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাকে কল্যাণের ভাগী করবে।

অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা সাফল্য চাও, তাহলে আমার স্মরণে রত থাক। জুমআর নামায শেষ হওয়ার পর খোদার স্মরণে রত হও, এর ফলে তোমরা সাফল্য লাভ করবে। অতএব, কুরআন তিলাওয়াতের এই গুরুত্বকে সামনে রেখে কুরআনের তিলাওয়াতে এখন আর কোন আলস্য প্রদর্শন করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে যিকরে ইলাহীর প্রতি যে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে এটি তবেই ফলপ্রদ হতে পারে যদি আমরা রমযানের পরও এটি অব্যহত রাখি। অনুরূপভাব, অন্যান্য সৎকর্ম এবং চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে সেগুলিকেও এই প্রেক্ষাপটে স্মরণ রাখতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি (আ.) সকল ক্ষেত্রে, সকল অর্থে আমাদের সংশোধন, আমাদের সঠিক পথে পরিচালনা এবং আমাদের খোদামুখী করার জন্য এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলার বিষয়ে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি আমাদের কাছে কি চান? তিনি বার বার আমাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা যারা আমার হাতে বয়আত করেছ সব সময় ইবাদত এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখ। এক জায়গায় তিনি বলেন-

"যতক্ষন পর্যন্ত না মানুষ পবিত্র হৃদয় নিয়ে নিষ্ঠা এবং সততার সাথে সকল অবৈধ পথ এবং অবৈধ আশা-আকাঙ্খার পথকে বন্ধ করে খোদার সামনে হাত প্রসারিত করবে ততক্ষণ সে খোদার সাহায্য এবং সমর্থন লাভের যোগ্য হবে না। কিন্তু যখন সে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়, তাঁর কাছে দোয়া করে, তখন তার এই অবস্থা খোদার সাহায্য এবং কৃপাকে আকর্ষণ করে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আকাশ থেকে মানুষের হৃদয় কোণে উঁকি মারেন। যদি হৃদয়ের কোন কোণে কোন প্রকার অমানিশা, শিরক বা বিদাতের কোন অংশ থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া এবং ইবাদতকে প্রবল অনীহা সহকারে তার দিকেই ফিরিয়ে দেন। আর যদি দেখেন যে, তার হৃদয় সকল প্রকার স্বার্থপরতা এবং অন্ধকার মুক্ত তাহলে তার জন্য রহমতের দার উন্মোচন করেন এবং তার ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে তার লালন-পালনের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেন।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৬-৩৯৭)

অতএব, এটি হল সেই মান যা অর্জনের আমাদের অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সব সময় আমাদের ইবাদত যেন শতভাগ খোদার জন্যই হয়। আর আমরা যেন ইবাদতের সেই মান ধরে রাখতে পারি এবং প্রতিটি মুহূর্ত খোদার ছায়ায় থেকে তাঁর লালন-পালনের কল্যাণরাজী থেকে অংশ পেতে পারি।

তাঁর (আ.) হাতে বয়আত নেওয়ার পর আমাদের মান তিনি কেমন দেখতে চান, সে সম্পর্কে তিনি বলেন-

" যারা এই জামা'তে প্রবেশ করে আমার সাথে ভালোবাসা এবং ভক্তির সম্পর্ক রাখে (মুরিদের সম্পর্ক রাখে) এই উদ্দেশ্যে যে যাতে তারা পুণ্যময় জীবন-চর্চা, সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার উন্নত মানে পৌঁছাতে পারে আর কোন দুষ্কর্ম, কোন নৈরাজ্য এবং নোংরা জীবনাচার যেন তাদের কাছেও ঘেষতে না পারে আর তারা যেন পাঁচ বেলার নামায সময় মত পড়ে অভ্যস্ত হয়। তারা যেন মিথ্যা না বলে, কথার মাধ্যমে কাউকে যেন কষ্ট না দেয়, কোন প্রকার অপকর্ম যেন না করে, কোন প্রকার ব্যাভিচারে লিপ্ত না হয় এবং কোন নৈরাজ্য এবং অশান্তির কথা যেন তাদের মনে কোনভাবে স্থান না পায়। নিজ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং অযথা কার্যকলাপ থেকে যেন বিরত থাকে, খোদার পবিত্র হৃদয় এবং নিরীহ আর বিনয়ী বান্দা হয়ে যায়। (মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৭)

তিনি (আ.) আরো বলেন, সকল প্রকারের দুরাচারের মোকাবেলা করা যায় না । তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মার্জনা এবং ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন কর।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮)

অতএব, এই চারিত্রিক গুণাবলী এবং এই অভ্যাসগুলো আমাদের স্থায়ীভাবে রপ্ত করতে হবে। ঝগড়া-বিবাদ এড়ানোর উদ্দেশ্য শুধু রমযানেই বললে চলবে না যে, ' ইন্নি সায়েমুন' আমি রোযা রেখেছি, তাই আমি ঝগড়া-বিবাদ করব না। শুধু রমযানেই এটি বললে চলবে না বরং রমযানের এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনকে স্থায়ীভাবে উন্নত নৈতিক গুণাবলী অনুসারে পরিচালিত করতে হবে।

তিনি (আ.) এটিকে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন যে, তোমাদের হৃদয় যেন প্রতারণা মুক্ত থাকে আর তোমাদের হাত যেন অন্যায় থেকে বিরত আর তোমাদের চোখ যেন অপবিত্রতার উর্ধ্বে থাকে। তোমাদের মাঝে সততা এবং সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ছাড়া যেন আর কোন কিছুই না থাকে। (মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮) (সঠিক পথে বিচরণকারী হবে আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। চোখ সকল নোংরামী থেকে বিরত থাকবে, এটিই কাম্য।

তিনি (আ.) আরো বলেন, যদি তোমরা নিজেদের অবস্থায় এমন পরিবর্তন আন যেমনটি আমি বলছি আর যা খোদা তোমাদের কাছে চান, সে পরিবর্তন যদি আন তাহলে নিশ্চিত হতে পার যে, খোদা তোমাদেরই, তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে আর খোদা তোমাদের জন্য জেগে থাকবেন। তোমরা শত্রুদের সম্পর্কে নির্বিকার থাকবে আর আল্লাহর দৃষ্টি থাকবে তার উপর এবং তার ষড়যন্ত্র তিনি নস্যাৎ করবেন। (কিশতিয়ে নূহ থেকে সংকলিত)

অতএব, এই কথাগুলো সব সময় সামনে রাখা প্রয়োজন। একথা তিনি বার বার বর্ণনা করেছেন যে, যদি এইসব কথার প্রতি মনোযোগ না দাও তাহলে শুধু বয়আত তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি যে উৎকণ্ঠার সাথে মান্যকারীদের সামনে কর্মপন্থা উপস্থাপন করেছেন তার কিছু তুলে ধরছি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই আত্মজিজ্ঞাসা করতে পারে যে, আমরা কতটা এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছি বা এ অনুসারে কতটা চলছি।

তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা তাঁর দরবারে গৃহীত হতে পার না, যতক্ষণ ভিতর বাহির সমান না হবে। বড় হয়ে ছোটদের প্রতি দয়ার্দ্র হও, তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না, জ্ঞানী হয়ে নির্বোধদের সদুপদেশ দাও, অহংকার নয়। যদি জ্ঞানী হয়ে থাক তাহলে মানুষের হিতোপদেশ দাও বিনয়ের সাথে। এমন নয় যে, নিজের জ্ঞানের বড়াই করবে, জ্ঞান প্রকাশ করবে, জ্ঞান ঝাড়বে। আর ধনী হয়ে দরিদ্রদের সেবা কর। অহংকার প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন, তোমাকে স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, অন্যদের চেয়ে উত্তম অবস্থায় রেখেছেন, তাই তাদের সেবা কর। অহংকার নয়, ধ্বংসের পথকে ভয় কর, সব সময় খোদাভীতির মাঝে জীবন-যাপন কর, তাকওয়া অবলম্বন কর, সৃষ্টি পুজা করো না। খোদার প্রতি আকৃষ্ট থাক, দুনিয়ার প্রতি বিতশ্রদ্ধ হও, তাঁরই হয়ে যাও সম্পূর্ণভাবে, তাঁরই জন্য জীবন অতিবাহিত কর, তাঁর জন্য সকল অপবিত্রতা এবং পাপকে ঘৃণা কর, কেননা তিনি পবিত্র। আল্লাহর সাথে যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে স্মরণ রাখতে হবে যে খোদা পবিত্র। তাই সকল অপবিত্রতা এবং পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক প্রভাত যেন তোমার অনুকূলে স্বাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাকওয়ার সাথে রাত অতিবাহিত করেছ। প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন তোমার পক্ষে স্বাক্ষ্য দেয় যে, তুমি খোদাভীতির মাঝে দিন কাটিয়েছ। দুনিয়ার অভিশাপকে ভয় কর না কেননা, তা ধুম্রের মত নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে যায়, তা দিনকে রাত করতে পারে না, বরং খোদার অভিসম্পাতকে ভয় কর যা আকাশ থেকে নাজিল হয় এবং তা যার উপর তা বর্ষিত হয় তার উভয় জগতকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা কপটতা দ্বারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না।(প্রদর্শন বা লোক দেখানো কাজের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।) কেননা সেই খোদা যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের পাতাল পর্যন্ত দেখে থাকেন। তোমরা কি তাঁকে প্রতারণা করতে পার? মোটেই নয়, কখনও সম্ভব নয়। অতএব তোমরা সোজা, সরল, পবিত্র ও নির্মলচিত্ত হয়ে যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকারের কণমাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে দূর করে দিবে। যদি তোমাদের মাঝে কোথাও অহংকার, কটপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বিরাজ করে, তাহলে তোমরা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। এমন যেন না হয়- গুটিকতক কথা শিখে এই বলে তোমরা আত্ম প্রবঞ্চনায় মগ্ন হও যে, ' যা কিছু করণীয় ছিল আমরা তা করে ফেলেছি'। খোদা তা'লা চান, তোমাদের সত্তায় যেন এক আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়।(মসীহ্ মওউদকে মেনেছ, প্রকৃত মু'মিন যদি হতে হয় নিজেদের মাঝে জীবনে এক বিপ্লব আনতে হবে।) খোদা তা'লা চান যেন, তোমাদের জীবনে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি তোমাদের নিকট এক মৃত্যু চান যার পর তিনি তোমাদেরকে এক নূতন জীবন দান করবেন। তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং আপন ভাইদের অপরাধ ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মীমাংসা করতে রাজি নয় তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে; কেননা সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের বশবর্তিতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর। সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় নিজেকে হেয় জ্ঞান কর যেন তোমাদেরকে মার্জনা করা হয়। রিপুর স্থুলতা বর্জন কর; কারণ যে দ্বার দিয়ে তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, সেই দ্বার দিয়ে কোন স্থুল-রিপু-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্র মুখ-নিঃসৃত বাণী, যা আমার দ্বারা প্রচারিত হচ্ছে, তা মানে না! তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তবে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করে ক্ষমা করে না। সুতরাং তাহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। খোদা তা'লার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকো কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না; অহঙ্কারী তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না; অত্যাচারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করতে পারে না; বিশ্বাসঘাতক তাহার নৈকট্য লাভ করতে পারে না; এবং যে ব্যক্তি তাঁর নামের সম্মান রক্ষা করতে ব্যগ্র নয়, সে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁহা হইতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাহার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাহাকে অগ্নি হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে তাঁহার জন্য কাঁদে, সে হাসিবে। যে তাঁহার জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়, সে তাঁহাকে লাভ করিবে। তোমরা সত্যনিষ্ঠা, পূর্ণ সততা ও তৎপরতার সহিত অগ্রসরমান হইয়া খোদা তা'লার বন্ধু হইয়া যাও যেন তিনিও তোমাদের বন্ধু হইয়া যান। তোমরা নিজ অধীনস্তদের প্রতি, আপন স্ত্রীগণের ও গরীব ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও। যেন তিনি তোমাদের হইয়া যান। তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিপদ অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ আকাশ থেকে নির্দেশ না আসে, কোন বিপদ দূরীভূত হয় না যতক্ষণ আকাশ থেকে কৃপা বর্ষিত না হয়। তাই তোমাদের বুদ্ধিমত্তায় যেন তোমরা মূলকে আঁকড়ে ধর, শাখাকে নয়। তোমাদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মত পরিত্যাগ করো না, কেননা এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। কুরআনী শিক্ষাকে সব সময় আঁকড়ে রাখ। যারা কুরআনকে সম্মান দিবে তারা উর্দ্ধলোকে সম্মান পাবে। যারা সকল হাদীস এবং উক্তির উপর কুরআনকে প্রাধান্য দিবে, স্বর্গে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে। মুক্তি প্রাপ্ত কে? সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার ও তাঁহার সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যবর্তী শাফী এবং আকাশের নীচে তাঁহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট অপর কোন রসূল নাই। কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কাহাকেও খোদা তা'লা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১২-১৪)

পুনরায় তিনি (আ.) জোর দিয়ে বলেন যে, সব কিছুর পর আমি আবার বলব যে, এই কথা ভেবোনা যে,বাহ্যিক বয়াত গ্রহণ কোন মূল্য রাখে, কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তো অন্তর্যামী।

অতএব আমাদের সবার এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে রমযান শেষ করা উচিত যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) যেসব কথা বলেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেসব কথা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন সেগুলো সব সময় সামনে রেখে এই অনুসারে যেন জীবন-যাপনের চেষ্টা করি। যদি আমরা এমনটি করি কেবল তবেই আমরা বলতে পারব যে, আমরা আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশ অনুসারে রমযান অতিবাহিত করার চেষ্টা করেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হল শ্রদ্ধেয়া মুশতাক জোহরা সাহেবার। যিনি চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া মরহুমের স্ত্রী ছিলেন। ১২ জুন রাত ৮:৪৫-এ রাবওয়ায় তার ইন্তেকাল হয়। ৯১ বছর বয়স ছিল তার। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার পিতা ছিলেন চৌধুরী এনায়েতুল্লাহ সাহেব। যিনি ১৪ বছর বয়সে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। ১৯৪৪ সনে চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া সাহেব ওয়াকফে জিন্দেগীর সাথে হযরত মৌলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব বিবাহ পড়েয়েছিলেন। এক দীর্ঘ খুতবা দিয়েছিলেন তিনি। তাতে খোদার বিশেষ কিছু কৃপারাজীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এটি একটি দীর্ঘ খুতবা ছিল। এই বিয়ের কল্যাণেই তার বংশে আহমদীয়াতের অধিক বিস্তৃতি ঘটে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমাকে তিন পুত্র এবং দুই কন্যা দিয়েছেন। এক ছেলে ওয়াকফে জিন্দেগী আমেরিকাতে আছেন জহির বাজওয়া সাহেব।

চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া সাহেব ইংল্যান্ডে মুবাল্লেগ হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৫৫ সনে রাবওয়া ফিরে যান। এরপর ইসলাহ এরশাদের নায়েব নাযের নিযুক্ত হোন। নাযের কৃষি, নাযের উমরে আমা ছিলেন দীর্ঘকাল এরপর খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। নাযের তালিমুল কুরআন-এর পদেও ছিলেন। মৃত্যুর সময় সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয়া মুসতাক জহুরা সাহেবা ওয়াকফে জিন্দেগী স্বামীর সাথে বড় সুন্দরভাবে জীবন কাটিয়েছে। কখনও এমন কোন ইচ্ছা ব্যক্ত করেন নি যার ফলে এক ওয়াকফে জিন্দেগীর সমস্যা হতে পারত। ১৯৪৪ সনে বিয়ে হয়, ১৯৪৫ সনে তার ঘরে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। ছেলের বয়স এক মাস ছিল তখনই চৌধুরী জহুর বাজওয়া সাহেবকে লন্ডন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মুবাল্লেগ হিসেবে। দেশ বিভাগের সময় বাজওয়া সাহেব লন্ডনেই ছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন সেখানে। তখন অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে তার স্ত্রীকে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বাজওয়া সাহেবের স্ত্রীও তার সাথে ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন। তখন মুবাল্লেগদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল, কষ্টে দিনাতিপাত করতে হত কিন্তু কখনও তিনি অভিযোগ করেন নি, খুব সুন্দরভাবে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। রাবওয়াতে প্রথম দিকে জামা'তের কোয়ার্টারে থাকতেন এরপর তারা উত্তর দারুস সদরে ঘর বানান, নিজের ঘরেই থাকতেন। জমিদার বংশের ছিলেন তিনি। তাই সব সময়, কোন ছাত্র যারা রাবওয়ায় পড়তে আসত তাদের গ্রাম থেকে বা আত্মীয়স্বজন আসত তাদের বাসাতেই তারা থাকত। ঘর তত বড় ছিল না কিন্তু সব সময় ১৫/২০ ব্যক্তি তাদের ঘরে থাকত। তিনি হাসি মুখে তাদের আতিথেয়তা করতেন। ছেলে লিখেছেন যে, তাহাজ্জুদের সাথে তার দিনের সূচনা হত। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা তার নিত্য দিনের রীতি ছিল। তারা মোষ পালন করতেন, দুগ্ধবতি মোষ ছিল, পাড়ার গরীব মানুষ ঘোল নেওয়ার জন্য আসত, দীর্ঘ লাইন লেগে থাকত। তিনি তাদের মধ্যে ঘোল বিতরণ করতেন। ঘরের সমস্ত কাজ করার পরেও মানুষের সাথে সামাজিক সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। কুরআনের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ছিল। হযরত সৈয়্যদা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা ছোটি আপা খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর স্ত্রীর কাছে তিনি কুরআন শিখেছেন আর অনুবাদও বিশেষভাবে শিখেছেন তার কাছে। সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন। আতিথেয়তার কথা পূর্বেই বলেছি। ইংল্যান্ডে যখন ছিলেন আতিথেয়তার খুব একটা তহবিল ছিল না, আতিথেয়তার ব্যবস্থা ছিল না। তিনি বেকিং শিখেছেন, প্রত্যেক আগমনকারী ব্যক্তিকে রুটি ইত্যাদি বানিয়ে নিজেই খাওয়াতেন।

হানীফ মাহমুদ নায়েব নাযের ইসলাহ এরশাদ লিখেন, চৌধুরী জহুর বাজওয়া সাহেবের জীবিনী লিখছেন , সেই প্রেক্ষাপটে তার স্ত্রীর সাথে তার যোগাযোগ হয়। ইনি লিখেন যে, যদিও মোহতরমা এক জমিদার বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। ওয়াকফে জিন্দেগীর ঘরে যখন আসেন বিয়ের পর খুবই অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। পিত্রালয়ে সেবক-সেবিকা ছিলো অনেক, তারাই কাজ করত কিন্তু এখানে এসে নিজ হাতে সব কাজ করতেন। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি ঘটনা শুনাতে গিয়ে বলেন যে, বড় অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত হত, শীতকালে ব্যবহারের জন্য গীজার ছিল না, ঘর গরম করারও কোন ব্যবস্থা ছিল না, কয়লাও ছিল না, বাজেটের মধ্যে থেকে কাজ করতে হত, বড় কষ্টে শীতের দিনগুলি কাটাতেন। স্বল্প সময়ের জন্য কক্ষ গরম করতেন। চৌধুরী সাহেবও বড় নীতিবান মানুষ ছিলেন। খুবই সহজ-সরল জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৫৫ সনে চৌধুরী জহুর বাজওয়া সাহেবের লন্ডন থেকে রাবওয়া কেন্দ্রে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন, ডাক্তাররা তাকে বেড রেস্টের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু যখন ফিরে যাওয়ার নির্দেশ আসে চৌধুরী সাহেব প্রস্তুতি আরম্ভ করেন, মানুষ বলে যে, আপনার স্ত্রী অসুস্থ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিন স্বল্পকালের জন্য, তিনি বলেন না, নির্দেশ এসেছে, তাই ফিরে যেতে হবে। তার মরহুমা স্ত্রীও এটি নিয়ে কোন বিতর্কে লিপ্ত হন নি, তাৎক্ষণিকভাবে অসুস্থতা সত্ত্বেও ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। সে যুগে সফরও তত সহজ ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার রুহের মাগফিরাত করুন, তার প্রতি দয়ার্দ্র হোন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকে তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল জনাব আব্দুল বকর সাহেবের। তিনি মিশরের অধিবাসী। ১২ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৪১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ডাক্তার হাতেম হেলমি শাফি সাহেব মিশর জামা'তের প্রেসিডেন্ট লিখেন, তিনি ২০১১ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আরবী এবং দ্বিনীয়াতের শিক্ষক ছিলেন। কাজ ছেড়ে নিজেই জামা'তের কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। দক্ষিণ মিশরের খুবই অজ্ঞ এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন সমাজে তার জন্ম হয়, তা স্বত্ত্বেও খুবই শান্তি প্রিয় আর কঠোরতার প্রতি রাখতেন চরম ঘৃণা। বয়আতের পূর্বে আলেমদের বিভিন্ন পুস্তকের অপলাপ তাকে এতটা হতভম্ব করে রেখেছিল যে, তার সন্দেহ ছিল যে, আমাদের ধর্ম হয়ত মানুষকে কু-কথা শেখায়। মৌলবীদের কথা শুনে তিনি এটি ভাবেন, বিশেষ করে ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা, ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, 'রাফা' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি খুবই দ্বিধা-দ্বন্দে ছিলেন। এমন কি এক খ্রিষ্টান তাকে কিছু খ্রিষ্টান চ্যানেলের নম্বর দেয় যে, এখানে অনুষ্ঠান দেখ যেন তোমার ভিতর এই বিশ্বাস জন্মে যে, ঈসা (আ.)-এর ভিতর এমন অনেক গুনাবলী ছিল যা অন্যান্য মানুষের মাঝে ছিল না। এই সন্ধানে তিনি এম.টি.এ. চ্যানেল খুঁজে পেয়ে যান। আল্লাহ্‌র তাকে সঠিক পথে দিশা দেওয়ার ছিল। তিনি তার বয়আতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করেন। বলেন যে, এক অনুষ্ঠানে মুস্তফা সাবেত মরহুমকে দেখেন তিনি বলছিলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে ইন্তেকাল করেন নি বরং তিনি ক্রুশে চেতনা হারিয়ে ফেলেন এরপর পূর্ব দিকে হিজরত করেন এবং স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। আমি যখন টিভি দেখছিলাম, হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। এই কথা শুনে আমি সোজা হয়ে বসে যাই, পুরো মনোযোগসহকারে কথা শোনা আরম্ভ করি। হেওয়ারে মুবাশ্বের অনুষ্ঠান ছিল এটি। সত্য যখন আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় আমি আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে উঠি। সত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমি আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠি। অনুষ্ঠানের বিরতির সময় শরীফ ওয়াহেদ ঘোষণা করেন যে, আমি এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী কবিতা শুনব। কবিতার বাক্যটি ছিল 'ইন্নি মিনাল্লাহে লা আযিযাল আকবার।' আমি মহাসম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে যিনি পরাক্রমশীল এবং সবচেয়ে বড়। একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবিও দেখানো হয়েছে। তখনই আমি আমার অনুষ্ঠান থামিয়ে রেখে ছবিটি মনোযোগসহকারে দেখা আরম্ভ করি আমি যখন দেখছিলাম, আমি বলি এটি সেই চেহারা যাকে কিছুকাল পুর্বে আমি স্বপ্নে চাঁদে দেখেছি। এই মুহূর্ত ভীষণ আবেশপূর্ণ ছিল, আমার আনন্দের অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল। এরপর আরো অনেক অনুষ্ঠান দেখি। ৩ দিন পর আল্লাহ্ তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, ক্রুশ থেকে মুক্তি এবং হিজরতের বিষয়টি আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। বয়আতের পর মরহুমকে গ্রামবাসীরা বের করে দেয়। গ্রামের আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত সকলেই ভয়াবহ কষ্ট নিপতিত করে তার উপর। কিন্তু তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হন নি। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তার ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকে আর দৃঢ়তা, অবিচলতা তার লাভ হয়। ৪ বছর পূর্বে তিনি যে স্কুলে পড়াতেন সেই স্কুলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে জামা'তের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। খুবই বিনয়ী, কোমল প্রকৃতির সুন্দর চরিত্রের অধিকারী নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন এবং অসাধারণ আনুগত্য করতেন। মিশরে নওমোবাঈনদের ইনচার্জ ছিলেন তিনি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্য, শ্রদ্ধা এবং অন্যদের সাথে কথা বলার এবং তাদেরকে বোঝানোর অসাধারণ দক্ষতা দিয়েছিলেন। খোদার আনুগত্যে বিলীন ছিলেন এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন। পাঁচ বছর পূর্বে এক আহমদী মহিলার সাথে তার বিয়ে হয়। মৃত্যুর সময় সেই বিধবা স্ত্রী ছাড়াও চার বছর বয়স্কা মেয়ে জয়নাব, ২ বছর বয়স্ক পুত্র মোহাম্মদকে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রেখে যান। পুত্র ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ তার প্রতি মাগফিরাত করুন, কৃপা করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার স্ত্রী এবং সন্তানদের নিজেই তত্বাবধান করুন এবং তাদেরকে তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দুইয়ের পাতার পর....

তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদের সহিত বিবাহ করিতে বাধা দিও না যদি তাহারা ন্যায়সংগতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। এই আদেশ দ্বারা তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে। ইহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

নীচের আয়াত দুটিতে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রদান করার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

☆ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

অনুবাদ: এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দান করিতে হইবে - ইহা মুত্তাকীগণের উপর বাধ্যকর। (আল-বাকারা: ২৪২)

☆ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ
فَرِيْضَةً ۖۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ (سورۃ البقرہ آیت 237)

অনুবাদ: তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐ সময়েও তালাক দাও যখন তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য কর নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে উপকার স্বরূপ কিছু দিও বিত্তবানের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী - ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। ইহা সৎকর্মশীলগণের কর্তব্য।

নিম্নোক্ত আয়াতে হক মোহর প্রদান করার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

☆ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (بقرہ آیت238)

অনুবাদ: এবং যদি তোমরা স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দাও এবং তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ উহার অর্ধেক (তাহাদিগকে) দিতে হইবে।

অতএব ইসলাম তালাক-প্রাপ্ত স্ত্রীদের অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান থেকেছে এবং বার বার তাদের সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

আয়াতটির ব্যাখ্যা করে বলেন:

“ তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার নির্দেশটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তালাক-প্রাপ্ত স্ত্রীর প্রতি পুরুষ অসন্তুষ্ট থাকে, এই কারণেই উত্তম আচরণ করার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক।.......যদি এই আদেশটি মেনে চলা হয় অনেক প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে যাওয়া যায় এবং তালাকের মত অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না যা এখন হচ্ছে, যে পদক্ষেপ কেবল নিরুপায় অবস্থায় বৈধ হয়ে থাকে। বরং উভয় পক্ষ যেন এই সত্য উপলব্ধি করে যে, নিরুপায় হয়ে পৃথক হতে হয়েছে, অন্যথায় পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার বিরাগ নেই। এই আদেশের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, যদিও বিধবাদের জন্য এক বছর পর্যন্ত গৃহে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মোমেনের উচিত প্রয়োজন হলে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকেও কিছু অতিরিক্ত সময় বাড়িতে থাকার সুযোগ দেওয়া। আর এই অর্থটি সঠিক কেননা ‘মাতাউন’ বলতে কেবল সাজ-সরঞ্জাম দেওয়াকে বোঝায় না বরং উপকার করারকেও বলা হয়।

পরের সংখ্যায় স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

(ক্রমশঃ..........)

একের পাতার পর....

জামাত তাকওয়ায় উন্নতি লাভ করে এবং যাহাতে তাহারা এই যোগ্যতা অর্জন করে যে, খোদা তা'লার গযব যাহা দুনিয়াতে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, উহা তাহাদের নিকটে না পৌঁছে এবং বর্তমানে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে বিশেষভাবে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়। প্রকৃত তাকওয়া (হায়! প্রকৃত তাকওয়ার বড়ই অভাব!) খোদাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেয় এবং খোদা তা'লা সাধারণভাবে নহে বরং নিদর্শন স্বরূপ প্রকৃত মুত্তাকী ব্যক্তিকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করেন। প্রত্যেক প্রবঞ্চক বা অজ্ঞ ব্যক্তি মুত্তাকী হইবার দাবী করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী যিনি খোদা তা'লার নিদর্শন দ্বারা মুত্তাকী বলিয়া সাব্যস্ত হন। প্রত্যেকে বলিতে পারে, আমি খোদা তা'লাকে ভালবাসি, কিন্তু সেই ব্যক্তিই খোদা তা'লাকে ভালবাসে যাহার ভালবাসা ঐশী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকেই বলে, আমার ধর্ম সত্য, কিন্তু সত্যধর্ম সেই ব্যক্তিরই যিনি এই দুনিয়াতেই নূর (জ্যোতিঃ) প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকেই বলে যে, আমি নাজাত (মুক্তি) লাভ করিব, কিন্তু এই উক্তিতে সেই ব্যক্তিই সত্য, যে এই দুনিয়াতেই নাজাতের জ্যোতিসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব তোমরা চেষ্টা কর যেন খোদা তা'লার প্রিয় হইয়া যাও, যাহাতে তোমাদিগকে প্রত্যেক বিপদ হইতে রক্ষা করা হয়। পূর্ণ মুত্তাকীকে প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে। কারণ সে আল্লাহ্ আশ্রয়ে আছে। অতএব তোমরা পূর্ণ মুত্তাকী হও। খোদা খোদা তা'লা প্লেগ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তোমরা শুনিয়াছ। উহা এক গযবের (অভিশাপের) আগুন। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে এই আগুন হইতে রক্ষা কর।

যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমার অনুসরণ করে এবং অন্তরে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে না, আলস্য ও শৈথিল্য করে না এবং পুণ্যের সহিত পাপ মিশ্রিত রাখে না, তাহাকে রক্ষা করা হইবে; কিন্তু যে এই পথে শিথিল পদ বিক্ষেপে চলে এবং তাকওয়ার পথে সম্পূর্ণরূপে চলে না, কিংবা সংসারে নিমজ্জিত, সে নিজেকে পরীক্ষায় নিপতিত করে। প্রত্যেক দিক দিয়া তোমরা খোদা তা'লার আনুগত্য কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য এখন সময় যে, সে নিজের অর্থ দ্বারাও এই সেলসেলার খেদমত করে। যে ব্যক্তি এক পয়সা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে, সে এই সেলসেলার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসে মাসে এক পয়সা করিয়া দিবে। এবং যে এক টাকা দিতে পারে সে প্রতিমাসে এক টাকাই আদায় করুক;.................. যেন খোদা তা'লাও তাহাদিগকে সাহায্য করেন। যদি বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিমাসে তাহাদের সাহায্য পৌঁছিতে থাকে-তাহা অল্প সাহায্যই হউক তাহা হইলে উহা ঐরূপ সাহায্য হইতে উত্তম, যাহা কিছুকাল ভুলিয়া থাকে আবার নিজেরই খেয়ালখুশী অনুযায়ী করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিকতার পরিচয় তাহার খেদমত দ্বারা পাওয়া যায়।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সময়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হাতে আসিবে না। যাকাত প্রদানকারীগণের এখানেই নিজেদের যাকাত প্রেরণ করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তি বৃথা ব্যয় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং সেই টাকা এই পথে কাজে লাগাইবে। সর্বাবস্থায় আন্তরিকতা প্রদর্শন করিবে, যেন অনুগ্রহ ও রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) -এর পুরস্কার লাভ করিতে পার। কারণ এই পুরস্কার ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত, যাহারা এই সেলসেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমাদের নবী (সা.) -এর প্রতি রূহুল কুদুসের যে জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়াছিল উহা প্রত্যেক প্রকারের তাজাল্লী হইতে উত্তম। রূহুল কুদুস কখনও কোন নবীর প্রতি কবুতরের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন, কখনও কোন নবী অবতারের প্রতি গাভীর আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং কাহারও প্রতি কচ্ছপ বা মাছের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং (তখনও তাঁহার) মানব প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইবার সময় আসে নাই, যে পর্যন্ত না পূর্ণ মানব অর্থাৎ আমাদের নবী (সা.) আবির্ভূত না হইয়াছেন। যখন আঁ হযরত (সা.) আবির্ভূত হইয়া গেলেন, তখন তিনি পূর্ণ মানব হওয়ার কারণে রূহুল কুদুসও তাঁহার প্রতি মানবের আকৃতিতেই প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং যেহেতু রূহুল কুদুসের বিকাশ প্রবল ছিল, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশের দিকচক্রবাল পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল; এই জন্যই কুরআন শরীফের শিক্ষা শিরক্ (অংশীবাদ) হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ....

সুতরাং তোমরা ঐরূপ মনোনীত নবীর অনুসারী হইয়া কেন সাহস হারাইতেছ? তোমরা ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর যাহাতে আকাশের ফেরেশতাগণও তোমাদের সততা ও পবিত্রতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া তোমাদের প্রতি দরূদ (আশীর্বাদ) প্রেরণ করেন। তোমরা এক মৃত্যু বরণ কর যেন তোমরা নব জীবন লাভ কর এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে তোমরা নিজেদের অন্তর বিমুক্ত কর যেন খোদা তা'লা তথায় অবতীর্ণ হন। একদিকে পূর্ণ বিচ্ছেদ সাধন কর এবং অপর দিকে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কর। খোদা তোমাদের সহায় হউন।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৮০-৮৫)

রিপোর্ট: কুরআন মজীদ সপ্তাহ জামাত আহমদীয়া বড়িশা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় জামাতে আহমদীয়া বড়িশায় রমযান মাসের বিশেষ দিনগুলিতে ১৭ ই জুন থেকে ২৩ শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কুরআন মজীদ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন করীমের শিক্ষার বিভিন্ন দিক যেমন- হযরত আদমের জন্ম থেকে শুরু করে কুরআনের ব্যাখ্যা, নবীগণের জীবনী, জীবন ও মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা এই অনুষ্ঠানের উত্তম পরিণাম সৃষ্টি করুন। আমীন।

সংবাদদাতা: মির্যা ইনামুল কবীর, মুয়াল্লিম সিলসিলা, বড়িশা জামাত।

****

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

প্রকৃত পুণ্য হল মানবতার সেবা করা, দীন-দুঃখী এবং অনাথদের সেবা করা বা এই ধরণের অন্যান্য সেবামূলক কাজ করা। তাই আমরা যখন একটি মসজিদ নির্মাণ করি তখন আমাদের প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এই শিক্ষার উপর অনুশীলন করা। *মহানবী (সা.) বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের অধিকাংশই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসবে, সেই সময় এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করবেন যিনি ইসলামের সঠিক শিক্ষাকে নতুনরূপে জীবন দান করবেন এবং পৃথিবীতে প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও প্রসার করবেন। * প্রকৃত খিলাফত সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল যখন আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ -এর আবির্ভাব এবং তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সেই অপূর্ণ কাজকে খিলাফতের ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন। * মানুষ মনে করে যে, কুরআন করীমে জিহাদের বিষয়ে আদেশ রয়েছে, অর্থাৎ সন্ত্রাস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই কারণে মুসলমানরা সন্ত্রাসী। অথচ কুরআন করীমে শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে। কোথাও জিহাদের শিক্ষা দেওয়া থাকলেও তা দেওয়া হয়েছে কিছু শর্ত সহকারে। * জামাতে আহমদীয়ার এই শিক্ষা, ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারোর তরে' নতুন নয় বরং এটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং যা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে এবং যেটিকে মুসলমান আলেমগণ নিজেদের ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া

অপূর্ব সুন্দর বাণী ছিল যা মানুষকে দেওয়া হচ্ছে। আমার বাসনা আপনাদের বাণী ইসলামী দেশগুলির অধিকাংশ দেশে পৌছে যাক। এরফলে বেশি করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। *যদিও আমি কোন ধর্মে বিশ্বাস করি না, তথাপি আমি মূল্যবোধ মেনে চলতে পারি। *আজকের এই অনুষ্ঠানে খলীফার ভাষণ শুনে অনেক কিছ তথ্য লাভ করেছি যে, আমি এখন ছাত্রদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে পারব। আমি আপনাদের খলীফার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।*খলীফাতুল মসীহ্র এই স্পষ্টীকরণ এবং ব্যাখ্যা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে যে, খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে আইসিসের নাম-সর্বস্ব খিলাফতের দূরতম সম্পর্কও নেই। আজ আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছি।

রিপোর্ট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

১১ই এপ্রিল, ২০১৭ (মঙ্গলবার)

অগাসবার্গ শহরে মসজিদ বায়তুন নাসীর-এর শুভ উদ্বোধন।

আজকের প্রোগ্রাম অনুযায়ী অগসবার্গ শহরে মসজিদ বায়তুন নাসীর-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) ওয়াল্ডশাট শহর থেকে দোয়া করিয়ে অগসবার্গ শহরের দিকে রওনা হন। শহর দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব হল ৩৩৫ কিমি। প্রায় চার ঘন্টা দশ মিনিট পর হুযুর আনোয়ার ডরিন্ট হোটেলে পৌঁছান। পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী মসজিদ উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হুযুর এখান থেকে বিকেল ৪টার সময় মসজিদ বায়তুন নাসীর-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। পুলিশের গাড়ি এবং মোটর সাইকেল হুযুর আনোয়ার কাফিলার প্রহরী হয়ে চলে। প্রায় কুড়ি মিনিটের যাত্রা পথের পর হুযুর বায়তুন নাসীর মসজিদে পৌঁছান।

স্থানীয় জামাতের সদস্যবর্গ সকাল থেকেই প্রিয় ইমাম শুভ আগমণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল। সকলেই উচ্ছসিত ছিল। তাদের জন্য আজকের দিনটি অশেষ বরকত নিয়ে এসেছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রথম তাদের শহরে পদার্পণ করতে যাচ্ছিলেন। হুযুর আনোয়ার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই জামাতের সদস্যবর্গ উচ্ছসিতভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। কচি-কাঁচাদের দল সমবেত কন্ঠে আগমণী গীত ও দোয়া সংবলিত নযম উপস্থাপন করল। ছোট, বড় সকলে হাত নেড়ে হুযুর আনোয়ারকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক গণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জামাতের সদর মাননীয় সাজেদ মাহমুদ সাহেব, রিজিওনাল আমীর মাননীয় যাফর নাগি সাহেব এবং রিজিওনাল মুবাল্লিগ সিলসিলা মাননীয় উসমান নবীদ সাহেব হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেন।

স্মারক শিলার যবনিকা উন্মোচন

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের বাইরের দেওয়ালে লাগানো স্মারক শিলার পর্দা উন্মোচন করেন এবং শেষে দোয়া করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের ভিতরের অংশে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়ান। এরই সাথে মসজিদের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। নামাযের পর স্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করেন। স্থানীয় জামাতের অনেকেই ছিলেন যারা সাফাই অভিযানের মাধ্যমে মসজিদ নির্মান প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অনেক কর্মদক্ষ সদস্য ছিলেন যারা বিভিন্ন কাজ করেছেন। হুযুর আনোয়ার কচিকাচাদের চকলেট উপহার দেন এবং এর পর তিনি লাজনাদের হলঘরে আসেন সেখানে তারা হুযুরের সাক্ষাত লাভ করেন। এখানে নাসেরাতদের একটি দল দোয়া সংবলিত নযম উপস্থাপন করে। তাদেরকেও হুযুর চকলেট উপহার দেন।

এরপর স্থানীয় মজলিসে আমলা, জামাতের পদাধিকারীগণ এবং সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে হুযুরের সঙ্গে ছবি তোলেন। এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের বাইরের চৌহদ্দিতে আসেন একটি ওক বৃক্ষ রোপন করেন। এরপর অগস্বার্গ শহরের মেয়রও একটি চারাবৃক্ষ রোপন করেন। হুযুর জামাতের কিচেন রুমও পরিদর্শন করেন এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৪টা ৫৫ মিনিটে ডরিন্ট হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ফিরতি পথেও পুলিশ কাফেলার প্রহরী হিসেবে সঙ্গে ছিল। ৫টা ১০ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) হোটেলে পৌঁছান।

বায়তুন নাসীর মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি সমারোহ

হোটেল সংলগ্ন কংগ্রেস হলে মসজিদ বায়তুল নাসীর-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রোগ্রাম অনুসারে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে হুযুর কংগ্রেস হলে আগমণ করেন। স্থানীয় জামাতের সদর মাননীয় সাজেদ মাহমদু সাহেব, রিজিওনাল আমীর মাননীয় যাফর নাগী সাহেব এবং মুবাল্লিগ সিলসিলা নবীদ উসমান সাহেব হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জানান এবং করমর্দন করেন।

স্থানীয় মেয়র স্টেফান কেইফার, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ক্রিস্টাইন কাম, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট জোহান হসলার ও প্রমূখ হুযুর আনোয়ারকে অভিবাদন জানান। এরপর অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় উসমান নবীদ সাহেব, মুবাল্লিগ সিলসিলা। অতঃপর তিনি এর জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

আমীর জামাত জার্মানী মাননীয় আব্দুল্লাহ ওয়াগাস সাহেবের বক্তব্য।

এরপর মাননীয় আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস সাহেব বক্তব্য পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন তিনি অতিথিদেরকে স্বাগত জানিয়ে এই শহরের সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে বলেন: অগসবার্গ শহরটি দক্ষিণ জার্মানীর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। এটি বেয়ার্ন প্রদেশের প্রাচীনতম এবং সমগ্র জার্মানীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম শহর। শহরটিতে বসতি স্থাপন হওয়া আরম্ভ হয় খৃষ্টপূর্ব ১৫ সালে। শহরের জনসংখ্যা হল ২ লক্ষ ৮০ হাজার এবং এখানে কয়েকটি প্রাচী ও ঐতিহাসিক ভবন বিদ্যমান।

এই শহরে আহমদীরা ৪০-৫০ বছর পূর্বে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। ৭০-এর দশকে এখানকার স্থানীয় জামাত হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (তৃতীয় খলীফা) কে অভ্যর্থনা জানানোর সম্মান লাভ করে। এখানকার স্থানীয় জামাত বিগত কয়েক বছর থেকে রক্তদান শিবির, দাতব্য কর্ম, বৃক্ষরোপন এবং গৃহহীনদেরকে খাদ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে শহরের সেবা করে চলেছে।

মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে আমীর সাহেব বলেন, ২০০৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে শহর প্রশাসনের পক্ষ থেকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যায়। ভু-খণ্ডটির আয়তন হল ১০৫৫ বর্গমিটার। এই প্লটটি ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ইউরো মূল্যে ক্রয়

করা হয়েছিল। মসজিদ নির্মাণের কাজ ২০১৬ সালের মার্চ মাসে আরম্ভ হয়।

মসজিদে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক হলঘর রয়েছে। প্রত্যেক হলঘরের আয়তন ৫৫.৯৭ বর্গমিটার। মিনারের উচ্চতা ৬.৫ মিটার এবং গুম্বজের ব্যাস ৬ মিটার। সামগ্রিকভাবে মোট আচ্ছাদিত অংশের আয়তন হল ২২৫ বর্গমিটার। এখানে একটি অফিস ও পাঠাগারও রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে একটি কিচেন রুম। সাতটি গাড়ি পার্কিং করার মতো সুবিধা রয়েছে। মসজিদটি প্রধান সড়ক সংলগ্ন যা প্রত্যেক পথচারির দৃষ্টিতে পড়ে।

অগসবার্গ শহরের মেয়র ডক্টর স্টেফান কাইফারের বক্তব্য।

এরপর বক্তব্য রাখেন অগসবার্গ শহরের মেয়র ডক্টর স্টেফান কাইফার। তিনি বলেন: মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ! আমি শহর প্রশাসনের পক্ষ থেকে খলীফাতুল মসীহকে অভিবাদন জানাই। আজকের এই দিনটি জামাত আহমদীয়া জার্মানীর জন্য এবং জামাত আহমদীয়া অগসবার্গের জন্য বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। কেননা আজকে আপনাদের মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে আর এবিষয়টির গুরুত্ব এর মাধ্যমেই অনুমান করা যায় যে, খলীফাতুল মসীহ যিনি বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা, তিনি স্বয়ং এসেছেন এই মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। খলীফাতুল মসীহ গোটা বিশ্বে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন শান্তির দূত। তিনি কেবল শান্তির কথাই বলেন। শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠার জন্য খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, বর্তমানকালে যখন কি না আমরা জাগতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এই কারণে আমাদের জন্য জরুরী হল সকলকে গিয়ে বলা যে, ধর্ম কিভাবে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য তৈরী করতে পারে যার মাধ্যমে মানুষ সুরক্ষা লাভ করবে। আজকের এই দিনটি এরই এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমি আশা করি জামাতে আহমদীয়া প্রত্যেকের জন্য শান্তি ও সৌহার্দ্যের এক অনন্য শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হতে থাকবে। জামাত আহমদীয়া এখানে বাহ্যিকভাবে গৃহীত হয়েছে। সবশেষে তিনি বলেন আমি জামাত আহমদীয়ার উন্নতি এবং সফলতার জন্য অশেষ শুভেচ্ছা জানাই।

প্রাদেশিক সংসদ সদস্য ক্রিস্টিয়ান কামের বক্তব্য।

মেয়র সাহেবের ভাষণের পর ক্রিস্টিয়ান কাম সাহেব বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন: মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ! আমি আপনাকে অভিবাদ জানাই। আজকের এই দিনটি অগসবার্গ শহরের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। আমাদের সকলের জন্যই এটি একটি শুভ দিন কেননা, মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি সকলে আমরা দেখেছি। এই মসজিদ আমাদের শহরের জন্য উন্নতির কারণ হবে। বিশেষ করে এই স্লোগানের জন্য যা মসজিদে খোদাই করা আছে। ‘ ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারোর পরে’। ভদ্রমহিলা বলেন, প্রাথমিক পর্বে এখানে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এখন সেই সমস্যা হয়তো স্মরণেও নেই, কেননা এত সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আমি একারণেও ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, আপনি যে বার্তা নিয়ে এসেছেন তা হল, শান্তি, সহিষ্ণুতা, প্রেম ও ভালবাসার। আপনি পৃথিবীতে শান্তি, ন্যায়-নীতি,সুবিচার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হয়েছেন এবং ধর্মের নামে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আপনার বাণী এবং কাজ থেকে স্পষ্ট যে আপনারা এই শহরের জন্য মঙ্গলজনক। সবশেষে তিনি বলেন, এই মসজিদ নির্মাণের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যা আপনি এটি শহরের জন্য উপহার স্বরূপ তৈরী করে দিয়েছেন।

প্রাদেশিক সংসদ সদস্য হ্যারাল্ড গুলার-এর ভাষণ।

প্রাদেশিক সংসদ সদস্য মিস্টার হারাল্ড গুলার নিজের ভাষণে বলেন: মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ! মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে আমি আনন্দিত হয়েছি। মসজিদটি অপূর্ব সুন্দর। আমি একথা এজন্য বলছি না যে আমার জন্ম এই এলাকায় হয়েছে, বরং মসজিদটি সত্যিই সুন্দর। আমি জামাতে আহমদীয়াকে ধন্যবাদ জানাই যে, তারা গোটা মসজিদ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ মসজিদের নকশা থেকে শুরু করে নির্মাণ ও উদ্বোধন - সমস্ত ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্ত রেখেছে। তিনি সব সময় সহযোগিতা করেছেন, দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, কখনও গোপনভাবে কোন কাজ করেন নি। কিন্তু আমি একথা বুঝতে পারছি না যে, কিছু মানুষ মসজিদ নির্মাণে কেন বাধা দিচ্ছিল? মসজিদের দেওয়ালে শয়তানি করে কেউ কিছু লিখেছে। মসজিদের ক্ষতি করা বা ভেঙ্গে ফেলা নিতান্তই অনুচিত কর্ম। আমাদের সমাজে এমন কর্মের কোন সুযোগ নেই। তিনি বলেন, আমি এজন্যও ভীষণ আনন্দিত যে, জামাত আহমদীয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং সহায়তা করে। আপনাদের জামাত দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলে এবং সন্ত্রাস বিরোধী। আপনার জামাত ইসলামের শান্তিপূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করে মানুষের ভীতি দূর করে। অবশেষে তিনি মসজিদ এবং জামাতের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং পরস্পর শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

প্রাদেশিক সাংসদ জোহান হসলার-এর ভাষণ

প্রাদেশিক সাংসদ জোহান হসলার বলেন: মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ! সর্বপ্রথম আমাকে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধনবাদ যা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। জামাতে আহমদীয়া অগসবার্গের সদস্যদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই যে, তারা এমন দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করেছেন। মানুষ মসজিদে আসেন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে, এর পাশাপাশি এটি একটি মিলন-স্থলও বটে। এই ছোট্ট জামাতটি মসজিদ নির্মাণ করে এমন কাজ করে দেখিয়েছে যার ফলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এর কল্যাণময় দিকটি প্রকাশ পাবে। তিনি বলেন, হুযুরের এখানে আগমণ করা শহরের জন এক অনন্য সম্মানের কারণ, শুধু তাই নয়, সমগ্র বেয়ার্ন প্রদেশের জন্যও এটি সৌভাগ্যের বিষয়। জামাতে আহমদীয়ার খলীফা শান্তির দূত, তিনি পৃথিবীর সামনে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি এমন এক সময় শান্তির প্রসারে ব্রতী হয়েছেন যখন নৈরাজ্য ও হানাহানি বেড়েই চলেছে। তিনি মানবাধিকার এবং মানবীয় মূলবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টারত আছেন। আজকের এই দিনটি এই কথার প্রমাণ যে, পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্য সহকারে বসবাস করা সম্ভব, আর জামাত আহমদীয়া এমনটি আমাদের শহরে বাস্তব করে দেখিয়েছে। তিনি সবশেষে সংসদের পক্ষ থেকে এবং নিজের পক্ষ থেকেও সকলকে সাধুবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। এরপর সন্ধ্যা ৭টায় হুযুরের ভাষণ আরম্ভ হয়।

হুযুর (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহূ। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক। যেরূপ একজন শ্রদ্ধেয় বক্তাও বলেছেন, যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছিল সেটিতে আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, খোদা তা'লার ইবাদত করার পাশাপাশি তোমাদেরকে পুণ্যকর্মও করে যেতে হবে। প্রকৃত পুণ্য হল মানবতার সেবা করা, দীন-দুঃখী এবং অনাথদের সেবা করা বা এই ধরণের অন্যান্য সেবামূলক কাজ করা। তাই আমরা যখন একটি মসজিদ নির্মাণ করি তখন আমাদের প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এই শিক্ষার উপর অনুশীলন করা। আমরা একদিকে যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে মসজিদ পূর্ণ রাখব তেমনি মানবতার সেবাও করে যাব।

অতএব এই মৌলিক বিষয়টি একজন আহমদী সব সময় দৃষ্টিপটে রাখে। এই অনুপ্রেরণা নিয়েই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দরিদ্র দেশে মানবসেবামূলক কাজ করে চলেছি। একদিকে যেমন আমাদের মসজিদ নির্মিত হচ্ছে সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে স্কুলও তৈরী হচ্ছে। আমরাও হাসপাতালও তৈরী করছি বরং এমন নির্ধন দেশ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিদ্যুত ও পানীয় জলের সংকট রয়েছে সেখানে আমরা আদর্শ গ্রাম তৈরী করে গোটা এলাকায় বিদ্যুত ও পানীয় জল সরবরাহ করছি, পূর্বে যা অভাবনীয় বিষয় ছিল।

আমি সবসময় উদাহরণ দিয়ে থাকি যে এই সব উন্নত দেশসমূহে আমরা পানির কদর করি না, অথচ হোটেলে ও অন্যান্য জায়গায় লেখা থাকে যে পানি অপচয় করবেন না। কিন্তু আমরা পানির মূল্য তখনই বুঝতে পারি যখন আফ্রিকার মত দরিদ্র দেশসমূহে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে দেখি গ্রামের শিশুরা দারিদ্রতার কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তারা স্কুলে যাওয়ার বদলে মাথায় একটি বালটি বা পাত্র নিয়ে দুই-তিন কিমি রাস্তা হেঁটে নোংরা পুকুর থেকে জল বয়ে আনছে এবং বাড়িতে সেই জল রান্না বা খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন সব জায়গায় যখন আপনি পরিশ্রুত পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করেন বা হ্যান্ডপাম্পের ব্যবস্থা করেন, তখন তাদের আবেগ ও উচ্ছাস দেখে আভিভূত হতে হয়। তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। পাশ্চাত্যে ইউরোপের দেশগুলিতে বা এখানে ইংল্যান্ডেও মানুষ লটারি জিতে থাকে। কেউ হয়তো কয়েক কোটি ডলার বা পাউন্ডের পুরস্কার জিতে। এরফলে এরা ভীষণ আনন্দিত হয় এমনকি আনন্দে নাচতে আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু যদি সেই অনুভূতি ও আনন্দটুকু অনুভব করেন তবে বুঝবেন যে ঐ সব হতদরিদ্র কিশোরদের বাড়ির সামনে পানীয় জলের সরবরাহ হলে যে আনন্দ লাভ তা কয়েক কোটি ইউরোর লটারি জেতার মত ব্যাপার।

আমরা এ বিষয়টি অনুভব করি এবং এই কারণেই আমরা একদিকে যেমন আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করি, তেমনি মানবতার সেবার কাজও করে থাকি। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন যিনি মহানবী (সা.)-এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছেন। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের অধিকাংশই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসবে, সেই সময় এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করবেন যিনি ইসলামের সঠিক শিক্ষাকে নতুনরূপে জীবন দান করবেন এবং পৃথিবীতে প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও প্রসার করবেন। আমরা জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে এই শিক্ষাই

পেয়েছি। তিনি বলেন, উগ্রবাদ, সন্ত্রাস, (তরবারির) জিহাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ-এগুলি ইসলাম নয়। প্রকৃত ইসলাম হল বান্দার সঙ্গে আল্লাহ্‌র মিলন সাধন বা নিজে খোদার সাক্ষাত লাভ করা। তিনি এটিকে নিজের আগমণের উদ্দেশ্য বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, একে অপরের অধিকার প্রদান কর। এই দুইটি বিষয় জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষার ভিত্তি আর মূলত এই দুইটি বিষয়কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খিলাফত এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

একটি খিলাফত যা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছে যেটিকে দাঙ্গশ বলা হয়। সারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। সর্বত্র সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরী করেছে। শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নয়, তাদের নিজেদের দেশেও। ইরাক, সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশে হাজার মানুষ নিরীহ মানুষকে অকারণে হত্যা করা হয়েছে। এটি খিলাফত নয়, কেননা তারা সঠিক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে চলছে না। এটি খিলাফত হতেও পারে না, কেননা, এটি সেই পদ্ধতিতে সূচীত হয় নি যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করেছিলেন। প্রকৃত খিলাফত সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল যখন আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ -এর আবির্ভাব এবং তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সেই অপূর্ণ কাজকে খিলাফতের ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন। আর সেই কাজ হল, যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে বান্দার মিলন সাধন করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করা। অতএব প্রকৃত খিলাফত এবং কৃত্রিম খিলাফতের মধ্যে এটি মূল পার্থক্য। এই বিষয়টি সব সময় মনে রাখতে হবে। এই কারণে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে কোন অ-মুসলিমের ভীত হওয়া বা সংরক্ষণশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মেয়র সাহেব বলেছেন যে, এই অঞ্চলে মসজিদে আমরা একটি গাছ লাগিয়েছি। বৃক্ষরোপণ বাহ্যতঃ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কারণে করা হয়ে থাকে বা ফল বিশিষ্ট গাছ ফল নেওয়ার জন্য লাগানো হয়ে থাকে বা পরিবেশকে সবুজ ও মনোরম রাখার জন্য বা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য লাগানো হয়ে থাকে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি প্রবল হয়ে দেখা দিখেছে। পরিবেশ দূষণের মাত্রা সীমা ছাড়িয়েছে। এই কারণেও বৃক্ষ রোপন করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এই বাহ্যিক বৃক্ষ ভালবাসার বৃক্ষও বটে। আমাদের উদ্দেশ্য সেই বৃক্ষ রোপণ করা যা বাহ্যিকভাবে যেমন পরিবেশের সৌন্দর্যের কারণ হবে, পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে সাহায্য করবে, ফল দান করবে, অনরূপভাবে তা ভালবাসার ফলও যেন ধারণ করে, আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের কাছ থেকে যেন অনেক অনেক ভালবাসা এবং নিজেদের অধিকার লাভের বার্তা পেয়ে থাকে। অতএব বৃক্ষ হিসেবে এটি হল বাহ্যিক ভূমিকা। এর পাশাপাশি গাছের অন্য একটি আধ্যাত্মিক ভূমিকাও রয়েছে যা আমাদের প্রত্যেক আহমদী মাথায় রাখে এবং এটি রাখা উচিত।

আমাদের এম.পি সাহেবাও যথার্থ বলেছেন। আমি তাঁর আবেগ ও অনুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, এখানে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া রয়েছে। জামাত আহমদীয়ার মধ্যেও এই গুণটি রয়েছে এবং ইনশাল্লাহ্ মসজিদ নির্মাণের পর এই বোঝাপড়া আরও উন্নতি লাভ করবে।

আমরা পৃথিবীর সর্বত্র মতানৈক্যের বিরুদ্ধে সরব হই। সর্বত্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই এবং আমাদের উদ্দেশ্য হল পৃথিবী যেন মতানৈক্য দূর করে পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে, বরং আমরা মুসলমানদের বিশ্বাস, আল্লাহ তা'লা পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর নবী ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদেরকে পাঠিয়েছেন যারা তাদের কাছে আল্লাহর তা'লার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আর প্রত্যেক জাতিতে প্রত্যেক নবী ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ এই বাণী নিয়ে এসেছেন যে, আল্লাহর ইবাদত কর এবং পুণ্যের প্রসার কর। আর ইসলামও এই একই শিক্ষা দেয়। আমাদের বিশ্বাস এই শিক্ষার মধ্যে আরও ব্যপকতা দান করে কুরআন করীমে সবিস্তারে এই শিক্ষাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

মানুষ মনে করে যে, কুরআন করীমে জিহাদের বিষয়ে আদেশ রয়েছে, অর্থাৎ সন্ত্রাস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই কারণে মুসলমানরা সন্ত্রাসী। অথচ কুরআন করীমে শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে। কোথাও জিহাদের শিক্ষা দেওয়া থাকলেও তা দেওয়া হয়েছে কিছু শর্ত সহকারে। এখানে একটি বিষয় বোঝার আছে যে, জিহাদের প্রকৃত অর্থ হল প্রচেষ্টা আর সেটি হলে মন্দকে দূর করার প্রচেষ্টা। আর এটিই প্রকৃত জিহাদ যা জামাত আহমদীয়া করে চলেছে। এক সময় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) তাঁর যুগে কারোর উপর কোন অত্যাচার করেন নি, বরং তাঁরই উপর ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালানো হয়েছে। সেই সময় তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসবের জবাব দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাও এই শর্তের সঙ্গে যে, কুরআন করীমে একথা লেখা আছে, অত্যাচারীরা ধর্মকে সমূলে উৎপাটন করতে চায়। কেবল ইসলাম ধর্মকেই নয়, কুরআন করীমে স্পষ্ট লেখা আছে, যদি তোমরা তাদেরকে প্রতিহত না কর তবে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার মত কোন গীর্জা অবশিষ্ট থাকবে না, আর না থাকবে কোন সেনাগগ, না কোন মন্দির বা মসজিদ। কুরআন করীম এমন স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছে। অতএব কোন প্রকৃত মুসলমান যে মসজিদেও যায় সে কখনও অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে না। একথা ঠিক যে, যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয়েছে তখন সেই আক্রমণের উত্তর অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) একটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বলেন, আমরা ক্ষুদ্র জিহাদ থেকে যা আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, বৃহত্তর জিহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি, যেখানে আমরা ভালবাসার শিক্ষার প্রচার করব, কুরআনের শিক্ষার প্রসার করব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করব। এই প্রকৃত ইসলামের উপর জামাত আহমদীয়া অনুশীলন করে থাকে। বর্তমানে প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষাকেই মেনে চলা প্রয়োজন।

ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) এর নির্দেশ ছিল, যখন সেই ব্যক্তি আসবেন যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বর্ণনা করবেন এবং এর প্রসার করবেন তখন তাঁকে মান্য করো। অতএব জামাতে আহমদীয়ার এই শিক্ষা, ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারোর তরে' নতুন নয় বরং এটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং যা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে এবং যেটিকে মুসলমান আলেমগণ নিজেদের ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করে থাকে। আর মুসলমানদের এমন সৌভাগ্য হয় নি যে, তারা নিজে কখনও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যাচাই করে দেখবে। এই ভুল নেতৃত্বই মুসলমানদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে। ইসলামের প্রকৃত নেতৃত্ব সেটিই যা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এটিকে এখন জামাত আহমদীয়া এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটিই হল ইসলামে প্রকৃত ও মৌলিক শিক্ষা আর এটিই মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য। এই কারণে আমাদের প্রতিবেশীদের মনেও যদি রক্ষণশীল মনোভাব থাকে তবে তা এখন দূর করা উচিত। কেননা, মসজিদের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ইবাদত করা, তেমনি অপরদিকে মানুষের অধিকার প্রদান করা, প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী পৌঁছে দেওয়া।

ইসলাম শব্দের অর্থই হল শান্তি ও নিরাপত্তা। ধর্মের ভিন্নতার উর্দ্ধে, আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে খোদা তা'লা হলেন বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক। তিনি সমস্ত মানুষের প্রভু-প্রতিপালক। তাঁর নিয়মের অধীনে তিনি যেমন ধর্মের মান্যকারীদেরকেও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ দান করছেন, অনুরূপভাবে ধর্মের অস্বীকারকারীদেরকেও সেই সব কিছুই দান করছেন।

আমাদের ঈমান অনুসারে মানুষের হিসেব-নিকেশ মৃত্যু পর অবধারিত আছে। অতএব আমাদের এই অধিকার জন্মায় না যে, এই পৃথিবীতে কে কেমন তা বিচার করা। এটা ঠিক যে, সঠিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা, ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়া, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসার বাণী পৌছে দেওয়া-এগুলি আমাদের কর্তব্য যা আমরা করে চলেছি এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও করে যাব। আমি আশা করি এই মসজিদটি নির্মিত হওয়ার পর এখানে বসবাসকারী আহমদীরা এই কাজে পূর্বের চেয়ে বেশী মনোযোগী হবে। পূর্বের থেকে বেশি মসজিদে এসে সঠিক অর্থে ইবাদত করবে এবং নিজেদের প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গীদেরকে অধিকার দিবে এবং আমাদের পক্ষ থেকে সব সময় পূর্বের চেয়ে বেশি ভালবাসার বাণী শোনাবেন। আল্লাহ্ করুন তিনি যেন এমনটি করেন। ধন্যবাদ।

মিডিয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার।

* একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, হুযুর আনোয়ার নিজের ভাষণে বলেছেন যে, আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ দেখা উচিত, যেটির সারকথা হল মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। আমরা বলতে চাই যে, খৃষ্টান, ইহুদী এবং মুসলমানদের জন্য কোন জিনিসটি জরুরী? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: আমি মিডিয়া প্রতিনিধিদেরকে বিশেষ করে বলতে চাই যে, আপনারা যখন ইসলামের সেই অসত্য ছবি দেখেন যা দাঙ্গশরা অন্যায়পূর্ণভাবে উপস্থাপন করে থাকে, তখন আপনারা সেটিকে বড় বড় হরফে শিরোনাম দিয়ে ছাপিয়ে দেন। কিন্তু আমরা যখন নিজেদের বার্তা উপস্থাপন করি এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাৎসরিক জলসায় অংশগ্রহণ করে, আপনারা সেটির কোন সংবাদই ছাপেন না। আমি জানি না যে, আমাদের সঙ্গে মিডিয়ার সঠিক যোগাযোগ হয় কি না, কিম্বা অন্য কোন সমস্য আছে। না কি আপনারা উত্তেজনাপূর্ণ খবর ছাড়া কোন কিছু ছাপেন না। যদি আপনারা ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করতে চান তবে এই বাণীর প্রচার করুন যা আমরা পেশ করছি।

* একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আমাদের জন্য করণীয় কি? আমরা কীভাবে সমস্ত ধর্মের মানুষ পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: কুরআন করীম বর্ণনা করে যে, তোমার ধর্ম তোমার

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 27th July, 2017 Issue No. 30

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কাছে আর আমার ধর্ম আমার কাছে। ধর্মের বিষয়ে কোন বল-প্রয়োগ নেই। যদি আমি কল্যাণের বার্তা দিই তবে তা কিছু মানুষ গ্রহণ করে নিবে। প্রতি বছর চার-পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই সত্যকে গ্রহণ করে আমাদের জামাতে প্রবেশ করে থাকে। এটি কল্যাণের সংবাদ। এই কারণেই তো তারা জামাতে প্রবেশ করছে। আমি সব সময় একথাই বলি যে, যদিও তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী, যেমন- কেউ খৃষ্টান, কেউ ইহুদী, কেউ মুসলমান আবার কেউ বা বুধ বা হিন্দু- কিন্তু এদের সকলের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। আর সেটি হলেন খোদা তা'লা। অতএব আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের উচিত পরস্পর মিলেমিশে থাকা। দ্বিতীয় সর্বজনীন বিষয়টি হল মানবতা আর এই মানবতাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সকলের উচিত শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক ভালবাসা সহকারে বসবাস করা। পরস্পর মিলেমিশের থাকার অর্থ হল, পরস্পরের পরিচয় লাভ করাও হয়ে থাকে। আপনার এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। একটি পরিবারের ভাইয়েদেরও তো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে থাকে। আর দৃষ্টি ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হলেই যে পরস্পরকে গালি দিবে এমনটি হওয়া জরুরী নয়। বরং আপনারা সেক্ষেত্রে মিলেমিশে বসবাস করেন। অতএব আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করলেও একটি যৌথ পরিবারের মত আমাদের বসবাস করা উচিত।

একজন সাংবাদিক বলেন, পৃথিবীতে সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রয়েছে, এমন সময় এই মসজিদের উদ্বোধন করা আপনার নিকট কতটা গুরুত্বপূর্ণ? এর উত্তরে হুযুর বলেন: এই কারণেই তো আমি এই বার্তা দিয়েছি যে, প্রকৃত ইসলাম হল সেটি যা আমরা উপস্থাপন করছি এবং প্রচার করছি। এটিই প্রকৃত ইসলামের বাণী আর এটিকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে। আমরা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এই বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছি এবং আমাদের বাণী সর্বত্র পৌঁছে গেছে। ভারতের একটি ছোট্ট গ্রামে এক ব্যক্তি যে জামাতের গোড়াপত্তন করে ছিলেন, যখন কি না পাকা সড়ক পর্যন্ত ছিল না, সেই জামাত আজ ভারত পেরিয়ে পৃথিবীর ২০৯ টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। আজ বিশ্বের সর্বত্রই আহমদীরা বসবাস করে থাকে।

অতএব এমন সময় যখন একদিকে মুষ্টিমেয় উগ্রপন্থী মুসলমান ইসলামের ভুল চিত্র উপস্থাপন করছে, তখন আমাদের উচিত আরও বেশি উদ্যম ও উদ্দীপনা সহকারে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরা।

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: ইসলাম মানেই হল শান্তি। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং এই শহর, প্রদেশ এবং এই দেশের অংশ। আপনারা দেখবেন যে, আমরা সব দিক থেকেই সমাজে সমন্বিত আছি, এবং দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টারত থাকি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি যাতে আমাদের নিজের দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। এই কাজ আমরা দীর্ঘদিন থেকে করে আসছি। যদি এই শহরের মূলমন্ত্র শান্তি হয় তবে আমাদের বার্তা হল অর্থাৎ শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহিষ্ণুতার।

এরপর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত অতিথিরা হুযুরে সঙ্গে একত্রে ভোজন করেন। ভোজনপর্বের পর সকলে একে একে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এরপর হুযুর কিছুক্ষণের জন্য লাজনা হলঘরে যান এবং সেখানে লাজনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া

আজ মসজিদ বায়তুন নাসীর-এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কিছু অতিথি নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানান।

* একজন হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শোনার পর নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: অপূর্ব সুন্দর বাণী ছিল যা মানুষকে দেওয়া হচ্ছে। আমার বাসনা আপনাদের বাণী ইসলামী দেশগুলির অধিকাংশ দেশে পৌছে যাক। এরফলে বেশি করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একজন আহমদী ট্যাক্সি চালকের আমন্ত্রণে আমি এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছি। আমি সৌভাগ্যবান যে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। আমি এখানে অনেক কিছু শিখেছি। আমি আপনাদের জামাতের সফলতা কামনা করি। আপনাদের মত মানুষের আমাদের বেশি প্রয়োজন।

* একজন অতিথি বলেন: খলীফার ভাষণ প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। বিশেষ করে যে সব মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও আমি কোন ধর্মে বিশ্বাস করি না, তথাপি আমি মূল্যবোধ মেনে চলতে পারি। আফ্রিকায় জল সরবরাহের কাজ আমাকে প্রভাবিত করেছে। আপনারা সঠিক পথে এগিয়ে চলেছেন। তবে বেশি মানুষের আপনাদের এই বাণীর সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার।

*একজন অতিথি বলেন: শান্তি সংবলিত খলীফার বাণী চিত্তাকর্ষক ছিল। এই বাণীকে সারা পৃথিবীতে আপনাদের ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

*একজন জার্মান স্কুল শিক্ষক বলেন: আমি স্কুলের বাচ্চাদেরকে ইসলাম সম্পর্কিত তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম না, কেননা সংবাদ মাধ্যমে যা কিছু প্রচারিত হত তা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল। আজকের এই অনুষ্ঠানে খলীফার ভাষণ শুনে অনেক কিছ তথ্য লাভ করেছি যে, আমি এখন ছাত্রদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে পারব। আমি আপনাদের খলীফার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

*একজন জার্মান ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ্‌র কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি জানতাম না যে, ইসলামের শিক্ষা এমন অপূর্ব সুন্দর। খলীফার কথা শুনে আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে, এমন সুন্দর শিক্ষা হওয়া সত্বেও ইসলামের এত দুর্নাম হল কেন? আমি দোয়া করি আপনাদের ইসলাম প্রসার লাভ করুক এবং সকলের কাছে পৌঁছে যাক।

* এক ভদ্রমহিলা, যিনি নাস্তিক, তিনি বলেন: আপনাদের খলীফা আজকে যে কথাগুলি এখানে বলেছেন পৃথিবীর সেগুলির ভীষণ প্রয়োজন। এই শহরে এমন অনেক জার্মান নাগরিক আছেন যারা ইসলাম সম্পর্কে ভীত। আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা আমাকে এই অনুষ্ঠানে আসতে নিষেধ করেছিল। আমার পরামর্শ হল আপনারা খলীফার বাণীকে সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করুন, রেডিওতে সম্প্রচার করুন, পামফ্লেট ছাপিয়ে শহরের মানুষের মধ্যে বিতরণ করুন যাতে তাদের মনের মধ্যে থাকা ভীতি দূর হয়।

* একজন অতিথি বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.) যে কথাগুলি বলছিলেন সেগুলি সবই আমার কাছে অভিনব ছিল।

* গ্রীন পার্টির স্থানীয় সংগঠনের চেয়ার পার্সন মেরিয়ান ওয়েব বলেন: খলীফাতুল মসীহ্‌র এই স্পষ্টীকরণ এবং ব্যাখ্যা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে যে, খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে আইসিসের নাম-সর্বস্ব খিলাফতের দূরতম সম্পর্কও নেই। আজ আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছি। আহমদীয়াতের শান্তি, ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তাই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা।

* হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ব্যক্তিত্বে আভিভূত হয়ে এক জার্মান যুবক বলেন: আপনি হয়তো আমার আবেগ-অনুভূতি বুঝে উঠতে পারবেন না। কিছু সময় পূর্বে আমার দাদুর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন আমার সব থেকে ভাল বন্ধু। তিনি আমাকে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। আজ আমি হুযুরকে দেখে আমার মনে হল আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার দাদুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

* একজন জার্মান অতিথি মিস্টার ভেন বলেন: শৈশবে আমি পিতামাতার সঙ্গে পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করতে রোম গিয়েছিলাম। আমি সেখানে আধ্যাত্মিকতা অনুভব করেছিলাম। আমি মনে করতাম খৃষ্টধর্ম সত্য। কিন্তু আজ এখানে এসে খলীফাকে দেখে এবং তাঁর ভাষণ শুনে বিশেষ প্রকারের আধ্যাত্মিকতা অনুভব করেছি যা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার মনে যত প্রকারের আশঙ্কা ছিল তা সব দূর হয়ে গেছে।

* অগসবার্গ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর ক্লস উল্ফ বলেন: যা কিছু খলীফা বলেছেন যদি তা সত্যিই তাঁর বাণী হয়ে থাকে আপনারা অনেক সফলতা অর্জন করবেন। তিনি এত বেশি প্রভাবিত হয়েছেন যে, ইউনিভার্সিটিতে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, জামাত যেন প্রকাশ্যে আসে এবং আপনাদের বাণী প্রত্যেকের কাছে পৌছে যাক।

* একজন অতিথি বলেন: খলীফার ভাষণের মাধ্যমে আমরা আপনাদের ধর্ম-বিশ্বাস, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং জামাতের সেবামূলক কাজ সম্পর্কে অবগত হলাম। উগ্রবাদী মুসলমানদের কারণে যে ধারণা জন্মে ছিল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি আজ প্রকৃত সত্য জানলাম।

* এক ভদ্র মহিলা বলেন: এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনাদের মত শান্তিপ্রিয় মানুষ আমাদের শহরের অংশ।

* আরেক অতিথি বলেন: আমি আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। খলীফার বাণী উৎসাহ ব্যাঞ্জক ছিল আর এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এখানে সকলের এক টেবিলে একত্রিত হওয়া একতা, নিষ্ঠা এবং সম্ভ্রমবোধের পরিচায়ক। (ক্রমশঃ.......)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir